ভূমিবার্তা

পশ্চিমবঙ্গ
ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতির মুখপত্র

If I had a hammer
I'd hammer in the morning
I'd hammer in the evening
All over this land
I'd hammer out danger
I'd hammer out a warning
I'd hammer out love between my brothers and my sisters
All over this land

— পীট সিগার

৪৪ বর্ষ • প্রথম - চতুর্থ সংখ্যা • জানুয়ারি - জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৩

পেশাজনিত নানা সমস্যায় দৈনন্দিন যাপন - বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী - *তাপসী চ্যাটার্জী* ৪

Power -এর পাঁচালী - *বিশ্বনাথ চক্রবর্তী* ৭

নিখিল সাহা — এক প্রত্যয়ের নাম - *বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত* ১৩

সংলাপ-১ - স্মৃতির আগল খুলে - *তরুণ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত, অমিতশঙ্কর দাস মজুমদার* ১৪

আমরা যারা RO, SRO-II রইলাম - *নিরঞ্জন বালো* ২৫

Probable Solution - Real Life Problems at Office ২৮

সম্পাদকীয়

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। একটা বিশেষ অবস্থার মাঝে প্রধামন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মুহূর্তে ভারতে আশ্রিত। এই সব তথ্য আমাদের সকলেরই জানা। আলোচনার বিষয়বস্তু কিন্তু একটু আলাদা। হঠাৎই আমরা জানতে পারছি বাংলাদেশের আপামর জনতার একটা বড় অংশ বা খুব ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া প্রায় বাকি সবাই ভারত এবং ভারতের নাগরিকদের একরকম শত্রু মনে করছে। কারনটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। ইতিহাস তো আমরা সকলেই জানি। সেই ৭১-এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আর বাংলাদেশের জন্ম। এই পালাবদলের সময় ভারতের প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকমের সাহায্য। সেই থেকেই তো ভারত বাংলাদেশের বন্ধুত্বের শুরু। কিন্তু না, ব্যাপারটা আর নাকি সেইরকম নয়। ব্যাপার হল, "পাকিস্তানকে দু-ভাগ করার জন্যে ভারত মুক্তিবাহিনীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল" — এই মুহূর্তে এই কথাটাই বলা হচ্ছে। তা, এতদিন এই কথা বলা হল না কেন? এটা বলা হচ্ছে যে, বাংলাদেশের মানুষরা এই কথাটাই বলতে চেয়েছে কিন্তু আজ যেহেতু শেখ হাসিনা সরে যেতে বাধ্য হয়েছে তাই মানুষ খোলাখুলি মনের কথা প্রকাশ করছে। শেখ হাসিনা ভারতের কূটনৈতিক সাহায্য নিয়ে ভারতের গোয়েন্দা বিভাগের হাত ধরে এতদিন নাকি অনৈতিকভাবে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ধরে রেখেছিল। শুধু ক্ষমতায় থাকবেন বলে প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ভারতকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়ে গেছেন। তিনি ক্ষমতায় ছিলেন বলেই মানুষ মনের কথা ব্যক্ত করতে পারেনি। ভারতের বন্ধু বাংলাদেশ হতেই পারে না। ১৯৪৭ সালে ভারত যখন প্রথমবার দু'ভাগে বিভক্ত হল, বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। মুজিবুর সাহেব তখনও বঙ্গবন্ধু নন। তখন তিনি মুসলিম লীগের পতাকার তলে কায়েদ-এ-আজমের বিশ্বস্ত সৈনিক। কায়েদ-এ আজম তো বলেছিলেন, উপমহাদেশের হিন্দুরা একটা ভৌম আর মুসলমানরা একটা আলাদা ভৌম। তাই দেশ ভাগ হতেই হবে। হলও তাই — উইনস্টন চার্চিলও সেটাই সম্ভবতঃ চাইছিলেন। এতবড় দেশ এক থাকার যে বিপদ, সেটা তিনি বুঝেছিলেন। আজ প্রমাণিত যে দেশের জনসংখ্যা শুধু বোঝা নয়, সেটাকে অগ্রগতির হাতিয়ারও করা যায়। চার্চিল একজন খাঁটি উপনৈবেশিক। তিনি কখনও মানতে চান না যে ভারত একদিন ইংল্যান্ডের থেকে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সেটা ১০০ বছর পরে হলেও নয়, ২০০ বছর পরে হলেও নয়। সঙ্গে পেলেন মহাত্মার নামকরণপ্রাপ্ত কায়েদ-এ-আজম — মহম্মদ আলি জিন্না। ইতিহাস কতটা সত্যি ঐতিহাসিকরা বলবেন। আমরা জানলাম যে লর্ড ওয়াভেল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি, দেশভাগ রুখতে পারলেন না। হয়তো কিছুটা বাকি কংগ্রেস নেতৃত্বের খানিকটা বোকামি বা অনিচ্ছার কারণে।

এই খেলা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে। ভাগ কর আর শাসন কর। ঠিক যেন জ্যাক লন্ডনের উপন্যাস আয়রন হীল। এই ভাগ করে শাসন করার প্রবণতা ছিল, আছে, থাকবে। তাই ভারত বাংলাদেশ বন্ধু হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশেই খুন হতে পারে। "স্বৈরাচারী" শেখ হাসিনা তো সরে গেলেন বা সরে যেতে বাধ্য হলেন। এবার কী হবে? সারা বাংলাদেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে? গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে? আমরা সবাই খুব উদগ্রীব, আমরা দেখতে চাই গণতন্ত্রের সুষ্ঠু প্রতিষ্ঠা। আমরা আশায় ছিলাম, আশায় আছি, আশায় থাকব।

বাংলাদেশের মানুষ যে ভারত বিরোধী তা ভারতের মানুষদের কাছে এতটা পরিষ্কার ছিল না, যতটা হল শেখ হাসিনার পতনের পর। যে ভারতে একটা বড় অংশের বাংলাদেশের মানুষ বিয়ের বাজার থেকে চিকিৎসার কারণে প্রায় নিত্যযাত্রীর মত হয়ে উঠেছিলেন তারাই এত বিরোধী হলেন কি করে বা কেন? বহু পণ্য, বহু ঔষধ তো তারা ভারতের কাছ থেকে নেন, তাহলে? প্রশ্ন হল, সেটা কি ভারত বিনা খরচে দিল। না, তা দিল না তো বটেই। তবে খরচ দিলেই যে সর্বদা সব কিছু পাওয়া যায় না সেটা তো মহামারীতে দরকারি ঔষধের বাজারেই প্রমাণিত। কিন্তু সে কথা মানার নয়, ভারত যে তিস্তার জল দিল না। তাই কোভিডের প্রতিষেধক দিলেও তারা ভারতের বন্ধু নন। তারা পুরনো শত্রু পাকিস্তানকে বন্ধু করতে রাজি আর ভারতের বিরুদ্ধে ক্রিকেট খেলায় ভারতের যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমর্থন করতে রাজি। লাভ কী হল। লাভ হল, ভারতের মানুষ আস্তে আস্তে বাংলাদেশকে শত্রু মনে করা শুরু করল।

গোটাটাই একটা বোকামির বাতাবরণে চলছে। কায়েমী স্বার্থ আন্তর্জাতিক কলকাঠি নেড়ে পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে অনেক শত্রু, অনেক যুদ্ধের সৃষ্টি করেছে, আমরা বোকারা আসল মতলব বুঝতে পারি না, ভাবি আমরা খুব বিচক্ষণ। যাইহোক, লন্ডনের আয়রন হীল এখনো সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে। খেলা বাকি আছে, তবে এই খেলায় আয়রন হীলকে হারাতে গেলে যা করতে হবে তা করার জন্য আমরা কতটা তৈরী সেই সন্দেহ কিন্তু রয়েই গেল।

আমরা বলতে চাই যে চলো গড়ি, কিছু গঠনমূলক ভাবি। আমাদের বিশ্বাস সেটা সম্ভব গণতন্ত্রের মাধ্যমে। শুধু বাংলাদেশ নয়, প্রতিষ্ঠিত হোক গণতন্ত্র সারা পৃথিবীতে। আমরা আশায় ছিলাম, আছি ও থাকব।

পেশাজনিত নানা সমস্যায় দৈনন্দিন যাপন
বার্ষিক সাধারণ সভার বিবরণী

— তাপসী চ্যাটার্জী

পেশাজনিত সমস্যায় দৈনন্দিন যাপন যখন ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, তখনই সমমনস্ক বন্ধুদের সঙ্গ পেতে মন উদগ্রীব হয়ে পড়ে। প্রিয় সমিতির আহ্বানে সাধারণ সভা বা দ্বিবার্ষিক সম্মেলন সেই মিলনেরই সুযোগ করে দেয়। এবার প্রিয় সমিতির আহ্বানে গত ৮ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ সভা পূর্ব বর্ধমানের লায়ন্স ক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত হয়।

সাধারণ সভার আগের রাতেই পার্শ্ববর্তী জেলার নবীন সদস্যবন্ধুদের অনেকে আয়োজক জেলার সদস্যবন্ধুদের প্রস্তুতি পর্বে সাহায্যের জন্য পূর্ব বর্ধমানে পৌঁছে যায়। নবীন সদস্যবন্ধুদের সাথে আমার প্রিয় সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও সাধারন সম্পাদক সুমিত মুখার্জীর আগের দিন সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমানে উপস্থিতি আয়োজক জেলার সদস্যবন্ধুদের উৎসাহ বাড়িয়ে তোলে বহুগুণ। তাছাড়া দূরবর্তী জেলার সদস্যবন্ধুরাও আগের রাতেই পৌঁছে যান পূর্ব বর্ধমানে। স্টেশন সন্নিহিত হোটেলে আগের রাতেই সদস্যবন্ধুদের হাসি, মজা, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এক মিলনমেলার আবহ তৈরি হয়ে যায়। ৮ই ফেব্রুয়ারি সকালেই লায়ন্স ক্লাব প্রাঙ্গণে পৌঁছে যায় ইতিমধ্যে আগত সদস্যবন্ধুরা। কিছুক্ষণের মধ্যে লায়ন্স ক্লাবের মূল প্রবেশদ্বারে তৈরী সুসজ্জিত তোরণ পেরিয়ে আসতে শুরু করেন একের পর এক সদস্যবন্ধু। লায়ন্স ক্লাব প্রাঙ্গণেই অভ্যর্থনা শিবিরে নিবন্ধীকরণ টেবিলের দায়িত্বে থাকা বন্ধুদের হাসিমুখের অভ্যর্থনা সদস্যবন্ধুদের দীর্ঘ ট্রেনযাত্রার ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয় নিমেষে। সদস্যবন্ধুরা নিবন্ধীকরণ টেবিলে একে একে নাম নথিভুক্ত করে আয়োজক জেলার বন্ধুদের অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য একত্রিত হতে শুরু করে লায়ন্স ক্লাবের ছাদে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজনের শিবিরে। অনেকদিনপর দেখা সাক্ষাতের সুযোগে পারস্পরিক আলাপচারিতা, হাসি, মজার আবহে ও আয়োজক জেলার সদস্যবন্ধুদের আন্তরিক আতিথেয়তায় এক আনন্দঘন পরিবেশে ভোজন পর্ব সমাধা হয়।

সদস্যবন্ধুদের বিপুল সংখ্যায় জমায়েতের প্রত্যাশা ছিলই কিন্তু সেই প্রত্যাশাকেও ছাপিয়ে এই সাধারণ সভায় প্রায় ৬০০ সদস্য যোগদান করেন। দুয়ারে সরকারের মতো সরকারি প্রকল্পের কাজ চলাকালীনও প্রিয় সমিতির আহ্বানে সাধারণ সদস্যদের এই বিপুল সংখ্যায় জমায়েত সদস্যবন্ধুদের তার সমিতির প্রতি আস্থারই প্রতিফলন।

এরপর সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতিতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন প্রিয় সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। এরপর শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমিত মুখার্জী, সমিতির সহ-সভাপতি দ্বৈপায়ন খাসনবীশ, দেবাশিস সেনগুপ্ত, সমিতির বর্ষীয়ান সদস্য জয়ন্ত ঘোষ, আয়োজক জেলার সভাপতি নীলাঞ্জন মুখার্জী ও আয়োজক জেলার সম্পাদক শান্তনু ঘোষ। এরপর 'পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার সমিতি' জিন্দাবাদ এই স্লোগান দিতে দিতে সদস্যবন্ধুরা একে একে সভাকক্ষে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করেন। সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতির সংখ্যা প্রত্যাশাকে ছাপিয়ে যাওয়ায় সভাকক্ষে জায়গার কিছুটা অপ্রতুলতা হলেও সদস্যবন্ধুরা হাসিমুখেই সেই অসুবিধা মেনে নেন। আয়োজক জেলার সমিতির সম্পাদক শান্তনু ঘোষ উপস্থিত সদস্যবন্ধুদের সভায় স্বাগত জানিয়ে সাধারণ সভার সূচনা ঘোষণা করে প্রিয় সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, দুই সহ-সভাপতি দ্বৈপায়ন খাসনবীশ ও দেবাশিস সেনগুপ্ত, সাধারণ সম্পাদক সুমিত মুখার্জীকে মঞ্চে আহ্বান জানান। এরা এবং আয়োজক জেলার সভাপতি নীলাঞ্জন মুখার্জীকে নিয়ে গঠিত হয় সভাপতিমণ্ডলী। পুষ্পস্তবক দিয়ে মঞ্চে উপবিষ্ট সবাইকে বরণ করে নেওয়ার পর শুরু হয় সভার কাজ। প্রথমেই বিজয় মোদক, সৌমাল্য ঘোষ, দেবাশীষ ঘোষ নিয়ে গঠিত হয় সভার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণ কমিটি। সাগর বন্দোপাধ্যায়, অমিত রাহা, অভিজিৎ চক্রবর্তীকে নিয়ে সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এরপর প্রিয় সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের আহ্বানে সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুমিত মুখার্জী সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন।

সাধারণ সম্পাদক তার প্রতিবেদনে বর্তমানে বিশ্ব তথা ভারত তথা আমার রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার নিরিখে একজন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাপন বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি একজন সরকারি কর্মী তথা দপ্তরের আধিকারিক হিসেবে আমাদের ছোট, বড়ো সব সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ তার প্রাঞ্জল ভাষায় বিশ্লেষণ করেন। তাছাড়া দপ্তরের আধিকারিকদের আইনি কবচ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমিতির আইনি লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেন। সমিতির পক্ষ থেকে যেকোনও প্রয়োজনে সদস্যদের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক সমিতির আগামীর লড়াইয়ে সবাইকে পাশে পাবার আশা প্রকাশ করে তার সুলিখিত প্রতিবেদন শেষ করেন। সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্ত করতালিতে প্রতিবেদনের বক্তব্যের সাথে সহমত জ্ঞাপন করেন। এরপর প্রতিবেদনের ওপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে নানা বিষয়ের ওপর প্রস্তাবাবলী পেশ করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অমিত রাহা। এরপর সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রী দেবাশীষ বিশ্বাস সমিতির গত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করার পর সমিতির সভাপতি শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সমিতির সম্পাদক শ্রী দেবাশিস ঘোষকে বিভাগীয় সার্ভিস গঠিত হওয়ার নিরিখে রাজস্ব আধিকারিকদের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যত পদন্নোতির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার মঞ্চে আহ্বান জানান। দেবাশীষ ঘোষ তার বক্তব্যে রাজস্ব আধিকারিকের বর্তমানে পদন্নোতিতে যে বিলম্ব হচ্ছে তার কারণ তথ্য সহযোগে তুলে ধরার পাশাপাশি আগামীদিনে সমিতি যে রাজস্ব আধিকারিকদের জন্য ১৫ নং বেতনক্রম এবং বদলি নীতির সুষ্ঠ প্রয়োগসহ অন্যান্য দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক আন্দোলনে সামিল হবে তাও উল্লেখ করেন।

এরপর সভাপতিমণ্ডলীর আহ্বানে মঞ্চে একে একে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা — পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অঞ্জন মালাকার, বাঁকুড়া জেলার তাপস নায়েক, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শান্তনু প্রধান, ঝাড়গ্রাম জেলার সুমন রায়, পুরুলিয়া জেলার সুরজিৎ কর, বীরভূম জেলার মনোজ কুমার পাল, নদীয়া জেলার তন্ময় ভট্টাচার্য্য, কোচবিহার জেলার শোভন ভৌমিক, হাওড়া জেলার সুকল্যান মান্না, পশ্চিম বর্ধমান জেলার অলকেশ মাইতি, মুর্শিদাবাদ জেলার নবীন গৌতম, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার চিন্ময় হালদার, হুগলী জেলার কৃষ্ণেন্দু বাগচী, দার্জিলিং জেলার অভিজিৎ কুন্ডু, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ইন্দ্রজিৎ বসু, কলকাতা জেলার কিংশুক রায়, উত্তর দিনাজপুর জেলার অমিতশংকর দাস মজুমদার, পূর্ব বর্ধমান জেলার রাহুল ঘোষ বক্তব্য রাখেন। তারা তাদের বক্তব্যে সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার পাশাপাশি নিজেদের জেলায় কাজের ক্ষেত্রে নানা সমস্যাও তুলে ধরেন। প্রায় সবার বক্তব্যেই বদলী নীতি, বিরুদ্ধ বদলী, অফিসে কর্মী অপ্রতুলতা, অবিভাগীয় নানা কাজ যেমন আবাস যোজনার মতো কাজে আধিকারিক সহকর্মীদের যুক্ত করা, যথাযথ নিরাপত্তা না দিয়ে রেইড-এর মতো বিষয়ের পাশাপাশি, রাজস্ব আধিকারিকদের পদোন্নতিতে দীর্ঘসুত্রীতা সহ নানা বিষয় উঠে এসেছে। অনেকেই কাজ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে এবং বদলী পদোন্নতিসহ সমগ্র ক্যাডারের স্বার্থ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সুচিন্তিত প্রস্তাব সভার বিবেচনার জন্য নিজেদের বক্তব্যে তুলে ধরেন। যেমন অঞ্জন মালাকার উত্তরাধিকার শংসাপত্র অনলাইনে যাচাই করার পদক্ষেপ নিতে দপ্তর যাতে প্রয়াসী হয় সে ব্যাপারে সমিতির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন, অভিজিৎ কুন্ডু পরিবর্তিত বাজারদরের পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড় ভাতা বাড়ানোর প্রস্তাব দেন, সমরজিৎ চ্যাটার্জী রাজস্ব পরিদর্শক থেকে রাজস্ব আধিকারিক পদে পদন্নোতি প্রাপ্ত আধিকারিকদের MCAS পাওয়ার অসুবিধার দিকটি তুলে ধরেন, হুগলী জেলার জয়ন্ত ঘোষ মিডিয়াসহ ক্যাডারের অন্য সমিতির অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সদস্যবন্ধুদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সবশেষে সাধারণ সম্পাদক তার জবাবী ভাষণে আয়োজক জেলা পূর্ব বর্ধমানকে সাধারণ সভার সুচারু আয়োজনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানান। বিপুল সংখ্যায় সদস্যবন্ধুদের উপস্থিতি তথা সাধারণ সদস্যদের সমিতির প্রতি এই আস্থাজ্ঞাপনই আগামীদিনে সমিতির যেকোনও আন্দোলনের শক্তি এই কথা উল্লেখ করে সাধারণ সম্পাদক আগামীদিনে সমিতি তার সদস্যদের স্বার্থে যেকোনও আন্দোলনে সামিল হতে বদ্ধপরিকর তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেন। সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যের পর সিলেক্ট কমিটি জানিয়ে দেয় তাদের কাছে প্রতিবেদনের প্রস্তাবাবলীর বাইরে গৃহীত হবার মতো কোনও প্রস্তাব আসেনি। এরপর সমিতির সভাপতি বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় আজকের সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভা শেষে সদস্যবন্ধুদের তোলা ‘পশ্চিমবঙ্গভূমি ও ভূমিসংস্কার আধিকারিক সমিতি জিন্দাবাদ’ এই শ্লোগানের সাথে সাথে এক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহমর্মিতার আবহে শেষ হয় সুন্দর দিনটি।

আমার লড়াইয়ের রীতি
নদী ফেরীর মতো, পুল আর সুরের মতো পবিত্র
আমার কোমর কালো বেল্টে শোভিত হোক আর নাই হোক,
শেষ অব্দি লড়ে যাবো
অস্ত্রের প্রশ্রয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন।
না ছোরা, না ভোজালি, সড়কি না বল্লম,
না তলোয়ার না বন্দুক —
কিছুই নেই আমার,
এই আমি নিজেই আমার অস্ত্র'

— শামসুর রহমান
অস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই (সংক্ষেপিত)

Power-এর পাঁচালী

[Power of Attorney নামক দলিলটির ইতিবৃত্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিবিধ আইনী বিধানের পর্যালোচনা]

— বিশ্বনাথ চক্রবর্তী

পোশাকী নাম 'Power of Attorney', বাংলায় 'আমমোক্তারনামা' বা 'আমোক্তারনামা'। আটপৌরে মিশেল 'পাওয়ারনামা'রও চল আছে। দপ্তরের একটি সাম্প্রতিক নির্দেশকে উপলক্ষ করে জিনিসটি বর্তমানে আপামর আধিকারিককুলের নজরে। তবে উৎসাহী ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে এ বিষয়ে প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে আগেও। দপ্তরের নির্দেশিকা প্রশ্নমালার কলেবর বাড়িয়েছে, সন্দেহ নেই। জিজ্ঞাসা মেটাতেই এই উপস্থাপনা।

বস্তুটি কি?

Osborn's Concise Law Dictionary, 7th Edition অনুসারে, "A Power of Attorney means a formal instrument by which one person empowers another to represent him, or act in his stead, for certain purposes, usually in the form of a deed poll, and attested by two witnesses. The donor of the power is called **Principal** or **Constituent;** the donee is called the **attorney** or **agent."** আবার Power of Attorney Act 1882-এর 1A নং ধারা বলছে — 'Powers of Attorney' include any instrument empowering a specified person to act for and in the name of the person executing it.

সহজ কথায় 'Power of Attorney' (POA), 'আমমোক্তারনামা' বা 'আমোক্তারনামা' বা 'পাওয়ারনামা' এক ধরনের নথি বা দলিল যার দ্বারা কোনো সম্পত্তির মালিক অপর কোনো ব্যক্তিকে তার স্থাবর এবং/অথবা অস্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো 'ক্ষমতা' প্রদান করেন। এ ধরনের দলিলে প্রদত্ত ক্ষমতা নানাবিধ হতে পারে — দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, দান, বিক্রয়, প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদি। এ দলিলের রকমফেরও আছে। সম্ভাব্য সবরকম কাজের ক্ষমতা দেওয়া হয় General Power of Attorney-র মাধ্যমে। কোনও সুনির্দিষ্ট কাজের ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয় Specific Power of Attorney; অবশ্য দলিলের গায়ে 'Specific' শব্দটি কখনও লিখিত দেখিনি। ভাষ্য বা জবানি (recital) থেকেই বোঝা যায় কোন ক্ষমতা প্রদান দলিলের উদ্দেশ্য। General POA এর ভাষ্য বা জবানির গতানুগতিক ধরণ মোটামুটি এরকম — '..... আমার পক্ষে (বা আমার হইয়া) সম্পত্তির দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, দান, বিক্রয়, হস্তান্তর, অফিস-আদালতে নথিপত্রাদি স্বাক্ষর ও প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবে...।' কোনও সুনির্দিষ্ট কাজের জন্য যে POA সম্পাদন করা হয় তাতে শুধুমাত্র ঐ কাজটির কথাই বলা থাকে। এরকম POA এর সবথেকে সহজ ও সুলভ উদাহরণ হল কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দান বা নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ের জন্য যথাক্রমে দানপত্র বা বিক্রয় দলিলটি সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রদান।

উৎস কোথায়?

এক কথায় বললে - প্রয়োজন। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটাতেই এই প্রকার দলিলের আবির্ভাব বা উদ্ভব। সম্পত্তির মালিক দূরে বসবাস করেন অথবা অতিবৃদ্ধ বা অন্য কোন কারণে অক্ষম এবং সেই হেতু সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং/অথবা প্রয়োজনে হস্তান্তর করা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক — এগুলোই POA সম্পাদনের সবচেয়ে পরিচিত কারণ। অন্য কোনো কারণেও POA সম্পাদন করার প্রয়োজন হতে পারে। তবে মোটের উপর এই দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তি সম্পর্কিত নিজের কাজের ভার লাঘব করতেই বিশ্বস্ত কাউকে কিছু দায়িত্ব দেওয়া হয় ক্ষমতার আদলে।

বয়ান ঃ

মূলত প্রথাগত। POA দলিলের ভাষ্য বা জবানিতে (recital) প্রথমেই লিপিবদ্ধ থাকে কোন পরিস্থিতিতে এবং কি উদ্দেশ্যে এই POA সম্পাদন করা হচ্ছে। এরপর যে যে দায়িত্ব অর্পণ বা ক্ষমতা প্রদান করা হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে বলা থাকে, এবং অনেকসময়

কোনও স্বত্ব বা অধিকার (right) যে দেওয়া হচ্ছে না তা-ও নির্দিষ্টভাবে বলা থাকে বিভ্রান্তি এড়াতে। নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য POA প্রদান করা হলে সেই মেয়াদের উল্লেখ থাকে আবশ্যিকভাবে। সবশেষে থাকে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণ। কখনও স্থাবর সম্পত্তির তপশীলের (schedule) পরিবর্তে '..... অমুক মৌজায় আমার যাবতীয়/সমুদয় সম্পত্তি .....' -এ জাতীয় কথাও লিপিবদ্ধ থাকে।

কোথায় প্রাসঙ্গিক?

আগেই বলেছি POA-এর মাধ্যমে অর্পণ করা যায় বিবিধ ক্ষমতা যার মধ্যে পড়ে সম্পত্তির দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, অফিস-আদালতে প্রতিনিধিত্ব, হস্তান্তর ইত্যাদি। দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে POA দাখিল হয় শুধুমাত্র মিউটেশন কেস-এর একটি নথি হিসেবে যেখানে সংশ্লিষ্ট হস্তান্তর দলিলটি সম্পাদন করেছেন জমির মালিকের পরিবর্তে ক্ষমতাপ্রাপ্ত Attorney। রেকর্ডভুক্ত মালিক বা প্রজা থেকে ক্রেতা/গ্রহীতা পর্যন্ত হস্তান্তর শৃঙ্খল (chain of transfer)-টি প্রমাণ করার জন্য হস্তান্তর দলিলের সঙ্গে POA-টিও রাজস্ব আধিকারিকের কাছে পেশ করা হয়ে থাকে।

POA এবং রেজিস্ট্রেশন ঃ

POA-এর রেজিস্ট্রেশন কি বাধ্যতামূলক?

মোক্ষম প্রশ্ন! হ্যাঁ/না-এ উত্তর দিলে তা হবে দায়সারা এবং বিভ্রান্তিকর। একটু আইনি ব্যবচ্ছেদ করা যাক ঃ

Registration Act, 1908-এর 17 নং ধারায় বলা আছে কোনো সম্পত্তির right, title বা interest-এর হস্তান্তর হলে সেই হস্তান্তরের দলিলটির (Document / Instrument) রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

আগেই আলোচনা করেছি যে POA-এর মাধ্যমে প্রদান করা হয় শুধুমাত্র কিছু 'ক্ষমতা' (Power) যা কোনভাবেই 'স্বত্ব' বা 'অধিকার' (right / title / interest)-এর ধারণার মধ্যে পড়ে না। 17 এবং 18 নং ধারার সম্মিলিত পাঠ থেকে যা বেরিয়ে আসে তার নির্যাস হল POA-এর রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক নয়, ঐচ্ছিক। অর্থাৎ বাধ্যতামূলক না হলেও তা রেজিস্ট্রেশনযোগ্য।

কিন্তু এ বিষয়ে আইনের 'ধারাপাত' এখানেই শেষ নয়। মনে রাখতে হবে রেজিস্ট্রেশন ছাড়া কোনও নথির (Document / Instrument) প্রমাণীকরণের (Authentication) একমাত্র পথ Notarisation বা Notary-র দ্বারা প্রমাণীকরণ। Registration Act, 1908-এর Part IV-এর শিরোমানটি প্রণিধানযোগ্য - "Of Presenting Documents for Registration"। শিরোনাম থেকেই পরিষ্কার যে এই অংশের আলোচ্য বিষয়বস্তু 'রেজিস্ট্রেশনের জন্য নথি পেশ করা' বিষয়ক বিধানসমূহ। এই আইনের 32(c) ধারায় বলা আছে যিনি নথি সম্পাদন ইতিমধ্যেই করেছেন তাঁর (POA দ্বারা) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও Attorney বা প্রতিনিধি ঐ সম্পাদিত দলিলটি রেজিস্ট্রেশনের জন্য 'পেশ' (Present) করতে পারবেন রেজিস্ট্রারের কাছে। আর 33 নং ধারায় বিবৃত আছে যে 32 নং ধারায় দলিল 'পেশ' করার জন্য যে POA ব্যবহৃত হবে তার রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক।

বিষয়টি বোধহয় একটু বিশদ আলোচনা দাবী করে।

প্রথমেই বুঝতে হবে 'দলিল সম্পাদন করা' (Execution) এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য 'পেশ করা' (Presentation), দুটি সম্পূর্ণ পৃথক কাজ। হস্তান্তরকারী দলিলে তার জবানি নথিবদ্ধ করে দলিলের গায়ে নির্দিষ্ট জায়গায় তারিখ সমেত স্বাক্ষর করলেই তাকে দলিল 'সম্পাদন' (Execution) বলা হয়। স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই সম্পাদনের কাজ রেজিস্ট্রেশনের দিন বা রেজিস্ট্রারের উপস্থিতিতে করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, ঘরে বসেও করা যেতে পারে। এবার সম্পত্তির মালিক বা হস্তান্তরকারীর ঐ সম্পাদনকৃত (Executed) দলিলটি 'পেশ করা' হয় রেজিস্ট্রারের কাছে রেজিস্ট্রেশনের জন্য। এই 'পেশ করা' (presentation) কাজটি সাধারণতঃ হস্তান্তরকারী নিজেই করে থাকেন। এটাই স্বাভাবিক প্রথা, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। হস্তান্তরকারী মালিক নিজের স্বাক্ষরিত বা সম্পাদনকৃত দলিলটি শুধুমাত্র রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে রেজিস্ট্রারের কাছে 'পেশ' করার জন্য প্রতিনিধি বা Attorney নিযুক্ত করতে পারেন POA-এর মাধ্যমে। Registration Act-এর 32 নং ধারায় ঠিক এই শ্রেণীর POA-এর কথাই বলা হয়েছে, 33 নং ধারা অনুসারে যার

রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ ধরনের POA কখনোই মিউটেশনের জন্য আমাদের দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আসে না। আমাদের কাছে যে ধরনের POA আসে তার বৈশিষ্ট্য হলো সেখানে মালিকের পক্ষে হস্তান্তর দলিল 'সম্পাদন' করার ক্ষমতাটাই অর্পণ করা থাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত Attorney-র উপর, এবং ওই Attorney ওই POA-এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে হস্তান্তর দলিলটি মালিকের পক্ষে নিজেই স্বাক্ষর করে 'সম্পাদন' করেন;অর্থাৎ এ ধরনের POA-এর মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির মালিক দলিল সম্পাদনকারীকেই (Executant) পরিবর্তন করে দেন (নিজের পরিবর্তে Agent / Attorney)। এই শ্রেণীর POA Registration Act-এর 32 নং ধারার আলোচ্য বিষয় নয় এবং এই POA-এর রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা আইনে কোথাও বলা নেই। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের Civil Appeal No. 4671 of 2004 (Rajni Tandon vs. Dulal Chandra Ghosh Dastidar & Anr.)-এ এই বিষয়টিই বিশদে আলোচনা করে রায় দিয়েছেন যে, যে POA-এর মাধ্যমে সম্পত্তির মালিক হস্তান্তর দলিলটি তাঁর পক্ষে স্বাক্ষর করে সম্পাদন করার ক্ষমতা এজেন্ট বা অ্যাটর্নিকে অর্পণ করেছেন সেই POA-এর রেজিস্ট্রেশনের বাধ্যবাধকতা নেই এবং তা notary দ্বারা প্রমাণিকৃত বা notarised হলেও আইনত বৈধ এবং সে POA-এর বলে যে হস্তান্তর হয় তা-ও ষোলো আনা আইনসিদ্ধ।

এ তো গেল আইনের কথা, কিন্তু আমরা জানি যে সরকারি চাকরির জগতে অনেক সময়ই Law-এর উপরে Order স্থান পায়। উপরে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে DLRS পরামর্শ চেয়েছিলেন দপ্তরের কাছে যা শেষ পর্যন্ত মাননীয় Legal Remembrancer (LR)-এর কাছে যায়। মাননীয় LR যে পরামর্শটি একটি নোটের আকারে দেন তার নির্যাস হল সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত POA-এর রেজিস্ট্রেশনও বাধ্যতামূলক; যদি বিক্রেতা/দাতা ভারতবর্ষের বাইরে বসবাস করেন শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই notarised POA বৈধ। এই অভিমত DLRS-এর 14/553/C/10 Dtd. 21.03.18 নম্বর মেমোর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। মজার বিষয় হলো যে note-এর মাধ্যমে মাননীয় LR তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন সেখানে Civil Appeal No. 4671 of 2004 মামলাটিও উল্লিখিত হয়েছে অথচ LR-এর চূড়ান্ত অভিমত মামলাটির রায়ের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সেক্ষেত্রে করনীয় কী?

যেহেতু LR-এর মতামত চেয়ে নিয়ে তা দপ্তর জুড়ে Circulate করা হয়েছে তখন এই মুহূর্তে তা মেনে চলাই ভালো। বিশেষতঃ আমাদের চাকরিগত নিরাপত্তার দিক থেকে।

যাইহোক, এবার আসি এ বিষয়েরই অন্য অংশে। LR যে মতামত দিয়েছেন সেখানে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে notarised POA-কে মান্যতা দিয়েছেন একমাত্র সেক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে POA-এর সম্পাদনকারী বিদেশে বসবাস করেন। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় ভূ-সম্পত্তির মালিক তিন শ্রেণীর হতে পারে — Overseas Citizen of India (OCI), Person of Indian Origin (PIO) অথবা বিশুদ্ধ বিদেশি নাগরিক যার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই। এই তিন শ্রেণীর যে কেউ যদি বিদেশে বসবাস করাকালীন কোন POA-এ সম্পাদন করতে চান তবে তা স্বাভাবিকভাবেই রেজিস্ট্রেশন সম্ভব নয়। একমাত্র পথ POA-টি Notarise করা। কিন্তু প্রশ্ন হল এই notarisation বা নোটারিকরণ-ই কি যথেষ্ট, কার্যক্ষেত্রে তার গ্রহণযোগত্যর জন্য?

না, কখনোই নয়। কেন নয়?

কারণ, বিদেশে করা notarisation বা নোটারিকরণের genuineness বা খাঁটিত্ব এদেশে বসে বোঝা একেবারেই অসম্ভব, যেহেতু সে দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় আমাদের নাগালের বাইরে। তাই notarisation পরবর্তী দুটি বিকল্প প্রক্রিয়ার যেকোনো একটি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কি সেই প্রক্রিয়া?

প্রথমেই বলি Notaries Act, 1952-এর 14 নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার অপর যেকোন দেশের সঙ্গে নোটারি প্রমাণিকরণের একটি পারস্পরিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে পারে। সেই স্বীকৃত আইনানুগ ব্যবস্থা লাগু রয়েছে। ব্যবস্থাটি এরকম যে

বিদেশের নোটারিকৃত কোন POA-এর ওই নোটারীকরণকে authenticate বা প্রমাণিকরন করবেন ওই দেশে ভারতীয় দূতাবাসের (Embasy /Consulate) কোন আধিকারিক যিনি Diplomatic and Consular Act, 1948-এর 3 নং ধারায় ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এরপর দূতাবাসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকের authenticated POA-টি Indian Stamp Duty Act-এর 18 নং ধারার প্রয়োজন অনুসারে আমাদের দেশে পৌঁছনোর তিন মাসের মধ্যে Stamped হতে হবে। এই উদ্দেশ্যে Indian Stamp Duty Act-এর 31 নং ধারায় কালেক্টর stamp duty নির্ধারণ করবেন এবং তা প্রদান করার পর 32 নং ধারায় সেই মর্মে Certify করবেন POA-এর উপরে। কালেক্টর হিসেবে এ কাজটি করেন প্রত্যেক জেলার জন্য ওই জেলার জেলাশাসক এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য কলকাতা কালেক্টর। এই Certification-এর পর বিদেশে নোটারীকৃত (notarised) এই POA আমাদের দেশে ব্যবহারের জন্য পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হয়।

এরপর আসি বিকল্প ব্যবস্থাটি প্রসঙ্গে। 1961 সালে নেদারল্যান্ড দেশের হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন হয় যা 'হেগ কনভেনশন 1961' নামে পরিচিত। অংশগ্রহণকারীর তালিকায় ছিল আমাদের দেশও। এই কনভেনশনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে অন্যতম সিদ্ধান্ত ছিল একটি দেশের Competent Authority সে দেশে প্রস্তুত কোনো Public Document প্রমাণিকরণ/ নোটারিকরণকে একটি Apostille Certificate-এর মাধ্যমে authenticate করবেন যা ঐ কনভেনশনে অংশগ্রহণকারী অপর যেকোনো দেশে স্বীকৃতি বা মান্যতা পাবে। এই Apostille Certificate-টি প্রদান করেন সাধারণতঃ যে দেশে ডকুমেন্টটি প্রস্তুত সে দেশের Ministry of External / Foreign Affairs। এভাবেও বিদেশে নোটারীকৃত (notarised) একটি POA আমাদের দেশে মান্যতা পেতে পারে। এই Apostille Certificate-টি POA-এর সঙ্গে একটি সংযুক্তি বা Annexure হিসেবে যুক্ত থাকে। এরপর আগের পদ্ধতির মতোই এই POA Indian Stamp Duty Act-এর 31 নং এবং 32 নং ধারায় যথাক্রমে adjudication এবং কালেক্টর এর Certification হয়ে গেলে তা আমাদের দেশে আইনসিদ্ধ এবং ব্যবহারযোগ্য দলিল হয়ে উঠবে।

এখানে একটি উদ্বৃত্ত (তবে অবান্তর নয়) কথা বলে রাখি। POA প্রদানকারী বা Principal যদি বিদেশে বসবাসরত Overseas Citizen of India (OCI) বা Person of Indian Origin (PIO) হন তবে এই POA-এর মাধ্যমে তাঁর অ্যাটর্নি তাঁর ভূসম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারবেন। কিন্তু যদি এই স্থাবর সম্পত্তির মালিক তথা Principal বিশুদ্ধ বিদেশী মানুষ হন তাহলে POA ছাড়াও Foreign Exchange Management Act, (FEMA) আইনের 6(5) ধারায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি লাগবে। বিদেশি মালিক স্বয়ং হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করলেও এই অনুমতি লাগে, যদিও এ ব্যাপারটি মূলত রেজিস্ট্রারের দেখার বিষয়, আমাদের নয়।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি কথা না বললেই নয়। কথাটি POA-এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত না হলেও প্রসঙ্গক্রমে মাঝেমধ্যেই উঠে আসে একটি প্রশ্নের আকারে — বিদেশী মানুষ কি এ দেশের স্থাবর সম্পত্তির মালিক হতে পারেন? উত্তর হল — পারেন। সম্পত্তির মালিক থাকা অবস্থায় ভিন্ন দেশের নাগরিকত্ব নিলেও তার মালিকানা অব্যাহত থাকে, কিছু ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া। বিদেশী মানুষ উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতে অবস্থিত ভূসম্পত্তির মালিক হ'তে পারেন কারণ ভারতীয় ভূখন্ডে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় ভারতীয় আইনে যেখানে সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর নাগরিকত্ব কোনও শর্ত বা বাধা নয়। এছাড়াও কোনো বিদেশী এ দেশের স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে পারেন কিছু বিশেষ শর্তসাপেক্ষে এবং ক্ষেত্র বিশেষে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে।

এবার আসি দপ্তরের 27.02.24 তারিখের সার্কুলার প্রসঙ্গে। সার্কুলারের প্রথম অংশেই বলা আছে সার্কুলারের উদ্দেশ্য POA-এর মাধ্যমে হওয়া হস্তান্তর সংক্রান্ত অসদাচরণ বা জালিয়াতি ঠেকানো। সার্কুলারে মোট (i) থেকে (vii) পর্যন্ত সাতটি করণীয় নির্দেশ বলা হয়েছে। (i) নম্বরে যা বলা রয়েছে তার আক্ষরিক অর্থ করলে দাঁড়ায় যে হস্তান্তরকারী এবং গ্রহীতার বিশদ তথ্য, জমির তপশীল খবরের কাগজে প্রকাশ (Publication) করতে হবে এবং তা মিউটেশন আধিকারিক যাচাই করে দেখবেন। ভাষাটি এমন তাতে মনে

হচ্ছে যে এই খবরের কাগজে প্রকাশ করার কাজটি যেন হস্তান্তরের প্রাক্-শর্ত। কিন্তু সার্কুলারটি সম্পূর্ণ পড়লে আন্দাজ করা যায় যে উদ্দেশ্য আসলে তা নয়, উদ্দেশ্য মিউটেশনের প্রাক্কালে POA-এর খাঁটিত্ব একটু বাড়তি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করে নেওয়া;অর্থাৎ এই publication-কে মিউটেশনের প্রাক্-শর্ত হিসেবে ভাবা যেতে পারে। এই মুহূর্তে দপ্তরের আধিকারিকরা এই অর্থেই প্রথম নির্দেশটি অনুসরণ করে থাকেন। দরখাস্তকারীকে বলা হয় অন্ততঃ দুটি খবরের কাগজে প্রকাশ করে তার কপি দাখিল করতে। কিন্তু এখানে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। রেজিস্ট্রেশন আইন, POA সংক্রান্ত কোনো আইন বা আমাদের মিউটেশন সংশ্লিষ্ট কোন আইনে এই ধরনের খবরের কাগজে পাবলিকেশনের কথা বলা নেই। অর্থাৎ, এককথায় বললে, এ হল প্রাসঙ্গিক কোনো আইনে না-থাকা এক শর্ত মিউটেশন আবেদনকারী নাগরিকের উপর চাপানো। এই পাবলিকেশনের বাধ্যবাধকতা কোনভাবে আইন সমর্থিত নয়।

তালিকার (ii) নম্বরে আছে Indian Stamp Act-এর 18 নং ধারা অনুসারে stamping-এর বাধ্যবাধকতার কথা যা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে একটি কথাই বলার, এই যথাযথ স্টাম্পিং হয়েছে কিনা তা দেখে নেওয়ার দায়িত্ব মিউটেশন আধিকারিকের থেকে অনেক বেশি ন্যাস্ত থাকা উচিৎ Registrar-এর উপর। (vi) নম্বরে বলা আছে সমস্ত সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিশ করার কথা। কথাটি প্রাসঙ্গিক হলেও উদ্বৃত্ত এ কারণে, যে, Code of Civil Procedure এবং ভূঃ সঃ আইনেই এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। নতুন কোনও কথা নয়।

(vii) নম্বরে যে Preservation বা সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে তা একটি কার্যকর নির্দেশ এই কারণে যে পরবর্তীকালে এ ধরনের মিউটেশন থেকে মামলা মোকদ্দমা এমনকি criminal case / investigation হলে পৃথক সংরক্ষণের গুণে সহজেই কেস রেকর্ড খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। নির্দেশ তালিকার অন্যান্য বিষয়গুলি নিতান্তই অবান্তর মনে হয়েছে আমার। আমার ব্যক্তিগত ধারণা শুধুমাত্র যদি POA-এর Principal-কে নোটিশ করা নিশ্চিত করা যায় তবেই আর আশঙ্কার কিছু থাকে না এবং সেটুকু নিশ্চিত করার জন্য এই ছয় দফা নির্দেশের কোনো প্রয়োজন হয়না। তবে এই প্রসঙ্গে আগে বলা একটি কথা পুনরুল্লেখ করি — আমরা যখন সরকারি কাজ করি তখন অনেক ক্ষেত্রে Law-এর উপরে উপর Order স্থান পায়;তাই যে আদেশনামা বেরিয়েছে সার্কুলার আকারে তা আপাততঃ মান্য করা ছাড়া গতি নেই। সমিতি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে এই সার্কুলারের যথাযথ পরিবর্তন সাধনের।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে POA:

- POA কার্যকর থাকার মেয়াদ কতদিন?

  মেয়াদ যদি নির্দিষ্টভাবে বলা থাকে তবে সেই মেয়াদের অন্তিম দিন এবং ক্ষমতা প্রদানকারীর (Principal) মৃত্যুর দিনের মধ্যে যে দিনটি আগে সেদিন পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। মেয়াদ বলা না থাকলে Principal-এর মৃত্যু পর্যন্ত দলিল কার্যকর থাকে। যেহেতু Principal-এর মৃত্যু হওয়া মাত্র ওই সম্পত্তির মালিকানা তার উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তে যায় তাই মৃত মালিকের সম্পাদন করা POA তৎক্ষণাৎ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

- POA কার্যকর থাকাকালীন মালিক বা POA এর Principal কি প্রদত্ত ক্ষমতাগুলি (রক্ষণাবেক্ষণ, হস্তান্তর ইত্যাদি) নিজেও প্রয়োগ করতে পারেন?

  পারেন। ক্ষমতা প্রদানের অর্থ নিজের ক্ষমতা রহিত করে অন্যকে প্রদান করা নয়। যে ক্ষমতা এ্যাটর্নিকে দেওয়া আছে সে ক্ষমতা Principal নিজেও প্রয়োগ করতে পারেন। আইনে কোথাও বাধা নেই। অনেকে প্রশ্ন করেন মালিক এবং অ্যাটর্নি যদি একই সম্পত্তি দুজন পৃথক ব্যক্তিকে হস্তান্তর করেন তাহলে কি হবে? কোন হস্তান্তরটি বৈধ? এক্ষেত্রে আমরা একই সম্পত্তির দুটি সমান্তরাল হস্তান্তর হলে সে বিবাদ যেভাবে সমাধান করি সেভাবেই করব;অর্থাৎ দুটি হস্তান্তরকেই দখলের 'অগ্নিপরীক্ষার' ভিতর দিয়ে যেতে হবে। যে হস্তান্তরটি দখলের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সে হস্তান্তরটিই বৈধ।

- POA-এর Certified Copy কে পাবে, কে পাবে না?

  মোক্ষম প্রশ্ন! উত্তর কিন্তু এককথায় দেওয়া যাবে না। 28.02.20 তারিখের আগে POA registered হ'ত এবং রক্ষিত থাকত Book-4-এ, যাকে বলা হয় Miscellaneous Register. আবার Registration Act-এর 57(3) ধারা অনুসারে Book 4-এ রক্ষিত কোন document-এর certified copy প্রদান করা যাবে শুধুমাত্র ওই document সম্পাদনকারীকে। আইনের এই বিধান অনুযায়ী কোন POA-এর বলে কোন হস্তান্তর দলিল সম্পাদিত হলে ক্রেতা ঐ POA-এর Certified Copy পাওয়ার যোগ্য হচ্ছেন না। বলা বাহুল্য আইন এবং রীতি মিলেমিশে নাগরিকের সামনে এক বড় সমস্যা তৈরি করেছিল যার অবসান হয় 28.02.20 তারিখের Inspector General of Registration-এর সার্কুলারে। ঐ সার্কুলার-এর নির্যাস এরকম যে, এখন থেকে স্থাবর সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট POA রক্ষিত থাকবে Book-1 এ, যাকে বলে 'Register of non-testamentary documents relating to immovable property'। ফলতঃ ওই তারিখের পর সম্পাদিত POA-এর Certified Copy পেতে পারেন যে কেউ। সার্কুলারে আরো বলা হয়, ইতিমধ্যেই সম্পাদিত এবং Book-4-এ রক্ষিত POA-এর Certified Copy এখন থেকে পাবেন, কোনো হস্তান্তর হলে সেই হস্তান্তর দলিলের ক্রেতা/গ্রহীতা বা পরবর্তী যেকোনো ক্রেতা/গ্রহীতা (Subsequent Purchaser / Recipient); এমনকি সম্ভাব্য ক্রেতা/গ্রহীতাও পেতে পারেন যদি Principal বা Attorney-র Authorization বা লিখিত অনুমতি থাকে।

- ভিন রাজ্যের POA কতখানি গ্রহণযোগ্য?

  ভিন রাজ্যের Registered POA-এর মাধ্যমে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন। কোন বাধা নেই। একটা সহজ জিনিস বুঝতে হবে — ভিন্ দেশে/রাজ্যে বা দূরে বসবাস করার কারণেই মালিক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ বা হস্তান্তর সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করতে অপারগ। তাই তিনি POA সম্পাদন করছেন এবং সে কারণেই তিনি যেখানে বসবাস করছেন সেখানেই সম্পাদন করবেন, এটাই সবচেয়ে স্বাভাবিক;তবে এমন কোন কথা নেই যে সেখানেই সম্পাদন করতে হবে।

- সম্পত্তির অংশীদারেরা যৌথভাবে POA প্রদান করতে পারেন কি?

  অবশ্যই পারেন। এ প্রশ্নের উত্তরে যে কথাটা না বললেই নয় তা হলো ক্ষমতা অর্পণকারী যৌথ মালিকদের মধ্যে কারো মৃত্যু হলে শুধুমাত্র তার অংশের জন্য ওই POA অকার্যকর হয়ে পড়ে। বাকিদের অংশের জন্য ওই POA-এর যাবতীয় কার্যকারিতা বজায় থাকে পুরো মাত্রায়।

আপাততঃ এই প্রশ্নোত্তর পর্ব দিয়েই আমার ইতি টানার ইচ্ছে। কিছু জিজ্ঞাসা এসেছে আমার কাছে সহকর্মীদের কাছ থেকে। বাকিগুলো সম্ভাব্য এবং আমার মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু তালিকা এত সীমিত হওয়ার তো নয়। সব স্পষ্ট করতে পারলাম, এমনটাও হয়ত নয়। চলুক অনুসন্ধান, আসুক প্রশ্ন। লেখাটি ইন্ধন হিসেবে কাজ করলেই পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করব। আর নতুন সূত্র/প্রশ্ন এলে আমিও ঋদ্ধ হব, উৎসাহিত হব আরো নতুন আইনী বিধানের পশ্চাদ্ধাবনে!

কথা দিলাম, ক্লান্ত হব না।

নিখিল সাহা — এক প্রত্যয়ের নাম

— বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত

নিখিল সাহা চলে গেল হঠাৎই। এই প্রজন্মের আমাদের সহকর্মী সদস্যরা বেশীরভাগই নিখিলকে সম্ভবত চেনে না, চেনার কথাও নয়, কারণ নিখিল চিরকালই ছিল চুপচাপ, শান্ত প্রকৃতির, অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হতো।

নিখিল আমার, আমাদের সহকর্মী ছিল, সমিতিতে সতীর্থ ছিল। আদ্যোপান্ত সমিতিমনস্ক ছিল। প্রতিটি মিটিংয়ে, প্রতিটি আন্দোলনে, প্রতিটি সমাবেশে নিখিলের উপস্থিতি ছিল অবধারিত। অথচ নিখিল কোনদিন সেইভাবে নেতৃত্বের কোন কমিটিতে আসেনি, কয়েকবছর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সভাপতির পদে আসীন হওয়া ছাড়া। কোনদিন কোথাও বক্তৃতা দেয়নি, যদিও ওর উজ্জ্বল দুটি চোখ আর অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে দৃঢ়ভাবে আলোচনা করেছে, প্রশ্ন করেছে, তর্ক বিতর্ক করেছে। সমিতির ভাঙ্গনে পক্ষ নিতে এক মুহূর্ত দ্বিধা করেনি। ভাঙ্গনকালে তো অনেক প্রলোভন, ভয়, ভীতি ছিল, অনেকেই তার শিকার হয়েছেন। নিখিলের আপাত শান্ত, আপাত নিরীহ চেহারা দেখে ভাঙ্গনপন্থীরা অনেকেই জোর খাটাতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিখিল হাসিমুখে অথচ অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

নিখিল ১৯৭৪ সালের ১লা এপ্রিল মেদিনীপুরে এই চাকরিতে অর্থাৎ কানুনগো-১ বা WBSLRS Gr-I পদে যোগ দেয়। তার আগে মেদিনীপুর শহরে সাড়ে চার মাস শিক্ষানবীশ থাকতে হয়েছিল। ছিন্নমূল পরিবারের সন্তান, অনেক লড়াই-সংগ্রাম করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছিল। বাড়ী ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার হাবড়াতে। পরে বাগুইআটীতেও বাড়ী করেছে। দেশভাগের যন্ত্রণা বোধকরি নিখিলকে আজীবন তাড়া করে গিয়েছে। ঘরোয়া আলোচনাতে তা বলেও ফেলতো। অত্যন্ত সমাজ সচেতন নিখিল কখনও কোনরকম দলীয় রাজনীতির আবর্তে নিজেকে ভাসিয়ে দেয়নি কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে, বিশেষত ইতিহাসে ওর আকর্ষণ ছিল প্রচুর। আলোচনা করত, দ্বিমত হলেও কখনও বিরক্ত হত না। ওর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি কর্মজীবনেও ছাপ ফেলেছে। অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে, নিষ্ঠাভরে সরকারি কাজ করত, বিভিন্ন জেলাতে কাজ করেছে — দুই চব্বিশ পরগণা, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর। প্রতিটি জায়গাতেই ছাপ রেখে গিয়েছে। কনিষ্ঠ সহকর্মীদের পাশে দাঁড়িয়েছে, সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করেছে। ব্যক্তি জীবনেও নানা ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়েছে। অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ওর হাসিটি ছিল অমলিন। সংগ্রাম করেছে, যার ফলে এক সুখী সংসার গড়ে তুলতে পেরেছে। ওর অবর্তমানে ওর স্ত্রী এবং পুত্রের জীবনটাতে এক শূন্যতা নেমে এল যা পূরণ করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

সাধারণত সরকারি চাকরিতে ঘাত-প্রতিঘাত থাকে। আমাদের সমিতির সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ঘাত-প্রতিঘাতটা একটু বেশীই থাকে। প্রায়শই উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের চোখ রাঙানি তাদের দিকে ধেয়ে আসে, নিখিল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। চাকরি জীবনে কোনদিন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেনি কিন্তু কোনদিন কেউ ওর প্রতি বিরূপ হতে পারেনি। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ থেকে প্রান্তিক মানুষটি পর্যন্ত। সবার সমস্যা, যে কোন সমস্যা হাসিমুখে মেটানোর চেষ্টা করত, অজাতশত্রু কথাটির বাস্তবিক প্রতিফলন আমাদের নিখিল সাহা। কারো বিপদে আপদে, অসুস্থতার সময় সবসময় খোঁজখবর নেওয়া লোকটির নাম নিখিল সাহা। অবসরের পরেও সবার সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করত। বিশেষ করে করোনাকালে আকুলভাবে সবার খোঁজখবর নেওয়াটা তো স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল। অবসরের পর নিখিল সুযোগ থাকলেও কোন পূনর্নিয়োগ নেয়নি, পড়াশোনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে। অবসরের পরেও সমিতির যে কোন প্রোগ্রামে, আলোচনাচক্রে খবর পেলেই হাজির থেকেছে।

না! নিখিলের কোন নেতিবাচক দিক আমার অন্তত চোখে পড়েনি। দোষে গুণে মানুষ — এই কথাটা নিখিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! ওর কোন দোষ আমি খুঁজে পাইনি। নিখিল খুব সাধারণ — কিন্তু আসলে অসাধারণ। আমার, আমাদের সৌভাগ্য আমরা নিখিলের মত একজন সহকর্মী, সাথী পেয়েছিলাম।

সংলাপ - ১

স্মৃতির আগল খুলে

কথোপকথন - তরুণ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত, অমিতশঙ্কর দাস মজুমদার

(তরুণ মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত — সমিতির প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই তার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় নিবিড়ভাবে যুক্ত থেকেছেন। তরুণ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে, টানা সতেরো বছর পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, বলতে গেলে একটা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বৈদ্যনাথ সেনগুপ্তও বিভিন্ন সময়ে সমিতির নেতৃস্থানীয় পদে ছিলেন, বিভিন্ন জায়গাতে সমিতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বিশেষ করে সমিতির মুখপত্র 'ভূমিবার্তা" এবং অন্যান্য লেখালেখির ব্যাপারে তাঁর প্রভূত অবদান আছে। দুজনেই বেশ ক'বছর আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, অবসরের দিন পর্যন্ত ভূমি সংস্কার দপ্তর ছেড়ে যাননি। তরুণ মুখোপাধ্যায় অবসর নিয়েছেন ২০১০ সালে আর বৈদ্যনাথ সেনগুপ্ত ২০১২ সালে।

এঁদের তুলনায় আমি অমিতশংকর দাস মজুমদার যথেষ্টই তরুণ, এখনও চাকরিতে বহাল এবং কিছুকাল বহাল থাকবে। বর্তমানে সমিতির সাংস্কৃতিক সম্পাদক এবং ভূমিবার্তার সম্পাদক অমিত শঙ্কর ঐ দু'জন বরিষ্ঠ সহকর্মীর সাথে এক ঘরোয়া আড্ডায় মিলিত হয়েছিলেন। দুদিনের ওই আড্ডায় উঠে এসেছিল সমিতির ওঠানামা, ভাঙা গড়ার নানা কাহিনী। স্বল্পবাক তরুণ মুখোপাধ্যায়ও উজাড় করে মনের কথা বলে ফেলেছিলেন। বেশ কিছু অকথিত ভাষ্যও এসেছিল যা হয়তো তাঁরা পূর্বে কোনদিন কোথাও বলেননি। অবশ্য আড্ডার ফাঁকে যে ঐকান্তিক ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো এসে পড়েছিল তা সঙ্গত কারনেই অনুল্লেখিত থাকছে। বৈদ্যনাথ দা (এখন থেকে তরুণদা, বৈদ্যনাথদা আর অমিত হিসেবে উল্লেখ করা হবে)-র ভাষায় "আমার ব্যক্তিগত দুঃখ, অভিমান দিয়ে অন্যদের ভারাক্রান্ত করব কেন? ওগুলো বরং নিজস্বই থাক।"

আলোচনার বিস্তারিত তো লেখা সম্ভব নয়। গোটা আলোচনাতেই উঠে এসেছে অবধারিতভাবে সমিতি, আর তার সাথে সাথে উঠে এসেছে সমকালীন রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি। আমার অর্থাৎ অমিতের ভূমিকা ছিল মূলত শ্রোতার যদিও প্রথমে আমি বৈদ্যনাথদাকে অনুরোধ করেছিলাম তরুণদাকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য কিন্তু ক্রমশঃ সেই সীমারেখাটা থাকেনি। আলোচনার শুরুতে অবশ্য প্রথম প্রশ্নটা আমিই করেছিলাম।)

অমিত শঙ্কর ঃ আপনারা কবে থেকে সক্রিয়ভাবে সমিতির কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করেন?

বৈদ্যনাথদা ঃ আমরা দুজনেই ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে চাকরিতে জয়েন করি। তার আগে, অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকে ট্রেনিং পিরিয়ড কাটাই। আমার ট্রেনিং ছিল তমলুকে আর তরুণের মেদিনীপুর শহরে। আমার বয়স তখন বাইশ। তরুণ সমিতিতে প্রথম দিন থেকেই ছিল, আমি আরো পরে সক্রিয়ভাবে সমিতিতে যোগ দিই। তরুণেরটা তরুণই বলুক।

তরুণদা ঃ আমার আর বৈদ্যনাথের ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলাদা। আমি বৈদ্যনাথের চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। ও আদ্যপান্ত শহরের ছেলে, দক্ষিণ কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ি, আমি সে তুলনায় পরিযায়ী, ওপার বাংলা (তখন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে এপারে চলে এসে কলেজে ভর্তি হই এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হই। সক্রিয় রাজনীতি তো অনেক দূরের কথা, কোনরকম ছাত্র ইউনিয়ন বা সমিতিগত কার্যকলাপে আমি কোনদিন জড়িত থাকিনি, যদিও আমার বড়দা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করতেন, অর্থাৎ একটা সাংগঠনিক প্রভাব আমাদের পরিবারে ছিল। চাকরিতে ঢোকার পরে আমার ছোট দুই ভাই এবং এক বোনের দায়িত্ব আমার উপরে এসে পড়ল, ওরা তখন সবাই ছাত্র। আমি মেদিনীপুর শহরে একটা দু'কামরার বাড়ী ভাড়া নিলাম।

বৈদ্যনাথদা ঃ হ্যাঁ। হাউস অব্ জুস্মান আলি, সেখপুরাতে। সংগঠনের অনেক স্মৃতি ঐ বাড়ীর সাথে জড়িত। তারপর? চালিয়ে যা। বিশেষ করে তোর সাস্‌পেনশনের ঘটনাটা বল। বেশ মনে আছে, বস্তুত ওই ঘটনাটাই মেদিনীপুরে সমিতি শক্তিশালী হবার অন্যতম ভিত্তি। ডেপুটেশানে "আক্রমণাত্মক আচরণের জন্য তুই সাস্‌পেন্ড হয়েছিলি।"

তরুণদা ঃ হ্যাঁ অবশ্যই। তার আগে বলি, আমি চাকরি জীবনের শুরু থেকেই সমিতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ি। তখন পশ্চিমবঙ্গ সেট্‌লমেন্ট কানুনগো সমিতি। সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মাণিক্যনারায়ণ রায়। সংগঠন বিস্তার করতে তিনি মেদিনীপুরে এসেছিলেন। একটা মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিং-এ কয়েকজন ছিলাম। আমাকে জেলা সম্পাদক নির্বাচিত করা হল। মেদিনীপুর শহরে বাড়ী হবার সুবাদে জেলা সদরে আমার যোগাযোগের সুযোগ ছিল। তখন ট্রান্সফার বা বদ্‌লি একটা সমস্যা ছিল। কথায় কথায় কারণে অকারণে বদ্‌লি করে দেওয়া হত। সে রীতিমত অত্যাচার। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধতাও গড়ে উঠছিল। তখন মেদিনীপুর বিশাল জেলা, এখনকার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম নিয়ে তার ব্যাপ্তি। প্রায় তিনশ-র মত কানুনগো গোটা জেলা জুড়ে। তাদের সঙ্ঘবদ্ধতা কর্তৃপক্ষের কাছে কাম্য নয়। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সেই সময় জরুরি অবস্থা জারি হয়েছে। আমলাদের হাতে অগাধ ক্ষমতা। সেরকমই এক সময়ে মেদিনীপুরে চার্জ অফিসার সমস্ত রীতি নীতি ভেঙে বদলির আদেশ বের করলেন। উত্তপ্ত ডেপুটেশন হল। আমি জেলা সম্পাদক, কাজেই আমার ভূমিকাই সবচাইতে বেশী ছিল। কর্তৃপক্ষ সুযোগ নিল। রিপোর্ট পাঠাল ডি.এল.আর.এস-এর কাছে। আমার সাস্‌পেনশনের সুপারিশ সহ। কোনরকম আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে সাস্‌পেন্ড করা হল আমাকে।

বৈদ্যনাথদা ঃ আমি তখন সবে সমিতিতে সক্রিয় হয়েছি। পোস্টিং ছিল সবং-এ সারতা বলে এক হলকা ক্যাম্পে। মেদিনীপুর শহর থেকে অনেক দূরে। তরুণের সাসপেনশনের চিঠি যেদিন আসে সেদিন মেদিনীপুরে ছিলাম। আরো কয়েকজন ছিল। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ঠিক করলাম ভেঙে পড়লে চলবে না, আগে তরুণের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে, তারপর অন্য ভাবনা।

তরুণদা ঃ পরদিন সেটল্‌মেন্ট অফিসে আমরা জড়ো হলাম। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সদস্যরা এসেছিল। কেরানীটোলা অফিসে একটা বড় বটগাছ ছিল। তারই তলাতে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল যে, আমি যতদিন সাসপেন্ড থাকব ততদিন আমার বেতনের যে পরিমানটা কেটে নেওয়া হবে তা পুরোটাই জেলা কমিটি দিয়ে দেবে এবং এর জন্য একটি বিশেষ তহবিল (special fund) গঠন করা হবে। সেটা হয়েছিল। যতদিন সাসপেন্ড ছিলাম, ততদিন নিয়ম করে টাকাটা আমার কাছে পৌঁছে যেত। এমনকি পূজা অগ্রিমও দিয়েছিল। বন্ধুত্বের, পাশে দাঁড়ানোর এক অভূতপূর্ব নিদর্শন। কর্তৃপক্ষের কানেও বিষয়টি পৌঁছে গিয়েছিল।

বৈদ্যনাথদা ঃ সাস্‌পেনসন উঠে যাবার পরে তরুণ গোটা টাকাটা ফেরত দিয়েছিল।

তরুণদা ঃ সেই সময় যে সহমর্মিতার পরিবেশ তৈরী হয়েছিল তা সমিতিকে মেদিনীপুর জেলাতে একটা শক্ত ভিতের উপরে দাঁড় করিয়ে দেয়। এমন সব বন্ধুদের পাশে পেয়েছিলাম যাদের অনেকের সাথেই সম্পর্ক আজও রয়েছে। অমর চ্যাটার্জী, অমর মিত্র, সুকান্ত (দে), তারক (বিশ্বাস), দীপক (বসু), বৈদ্যনাথ, অমিত (বসু), অঞ্জন শিকদার (প্রয়াত), নিখিল সাহা (প্রয়াত) — এরকম বহু, কাকে ছেড়ে কাকে বলব। এমনকি তখনকার অনেকেই পরবর্তীকালে 'আলো'-তে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু তারাও আমার বিশ্বাস সেদিনের আন্দোলনকে এবং সেখপুরাতে আমার বাড়ীর পরিবেশকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই স্মৃতিচারণ করেন।

বৈদ্যনাথদা ঃ তারপর কি হ'ল বল, বিশেষ করে সমিতির অবস্থাটা।

তরুণদা ঃ কর্তৃপক্ষ যা চেয়েছিল তার উল্টোটাই হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ শুধু আমার সাস্‌পেনশনেই থেমে থাকেনি, ছ'জনকে দূর্গম প্রান্তে, বাংলা উড়িষ্যার বর্ডারে বদলি করে দিল। বৈদ্যনাথ, অনিল ব্যানার্জী (পরে বিসিএস), অমর মিত্র গোপীবল্লভপুরের দুর্গমতম প্রান্তে, যেখানে সারাদিনে একটাও বাস যেত না, প্রায় আট কিলোমিটার হেঁটে গোপীবল্লভপুরে বাস ধরতে হত, কুঠিঘাটের ব্রীজটাও তখন ছিল না, আর অঞ্জন শিকদার, দীপক বসু এবং তপন রায় (পরে ব্যাঙ্কে চলে যায়) নয়াগ্রামে। উল্লেখ করা যেতে পারে তখন ভস্‌রাঘাটের ব্রীজটাও ছিল না, কুঠিঘাট হয়ে যাতায়াত করতে হত। বৈদ্যনাথ অবশ্য আরো ভাল বলবে।

বৈদ্যনাথদা ঃ গোটা ঘটনাক্রম জেলার সদস্যদের খুব উদ্বুদ্ধ করেছিল। তরুণের অন্যায় সাসপেনশন কেউই মেনে নিতে পারেনি, কর্মচারী মহলেও যথেষ্ট প্রতিক্রিয়া ছিল যদিও সময়টা ছিল জরুরী অবস্থার, ফলে প্রতিবাদটা ছিল নিরুচ্চার। সেই সময় কে বি (খানাপুরি-বুঝারত)-র উপরে জোর দেওয়া হত এবং এই জোরটা প্রায়ই অত্যাচারের পর্যায়ে পৌঁছে যেত, দিনে সত্তরটা প্লট কে-বি করবার কথা বলা হ'ত কিন্তু বাস্তবে পয়তিরিশ-চল্লিশটার বেশী করা যেত না। বিষয়টা ছিল উর্দ্ধমুখী, যত বেশী আউটটার্ন যাবে, জেলা কর্তৃপক্ষ তত বেশী সরকারের নেকনজরে পড়বেন। এহেন অবস্থায় আমরা অত্যন্ত সুকৌশলে প্রচারের মাধ্যমে আউটটার্ন কমিয়ে দিয়েছিলাম যা জেলা কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বিব্রত করেছিল।

তরুণদা ঃ হ্যাঁ, আগেই বলেছি, সুসংহত হবার সেই শুরু। ওই লড়াই আমাদের অনেককে পাল্টে দিয়েছিল। এই আমিই যেমন। অত্যন্ত সাধারণ ঘরের একটি সাদা সরল ছেলে থেকে এক সাহসী মানুষে রূপান্তরিত হলাম, মানুষের সান্নিধ্য যে কতটা প্রয়োজনীয় তা আরো ভালভাবে বুঝতে শিখলাম।

বৈদ্যনাথদা ঃ এবারে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া যাক। তখন কেন্দ্রীয় স্তরে সংগঠনের অবস্থা কেমন ছিল?

তরুণদা ঃ হ্যাঁ। আসলে ওই ঘটনা আমার জীবনে যে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসা খুব সহজ নয়। তাই অনেক কথাই বলে ফেললাম। কেন্দ্রীয় স্তরে সংগঠন অবশ্য তখনও পর্যন্ত মেদিনীপুরের মত শক্তিশালী নয়। কারণটা সহজেই অনুমেয়। মেদিনীপুরে সমিতি একটা আন্দোলনের মধ্যে ইতিমধ্যেই গিয়েছে, কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করেও সমিতিকে দুর্বল করতে পারেনি। এ জাতীয় আন্দোলন অন্য জেলাতে হয়নি বা করতে হয়নি, ফলে আন্দোলন থাকলে যেরকম সংহতি আসে ততটা অন্য জেলায় গড়ে ওঠেনি। তবে অবশ্যই আমাদের জেলার সংগঠন অন্যদের প্রভাবিত করতে পেরেছিল। কেন্দ্রীয় নেতারা আমাদের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে শুরু করেছিলেন যদিও আমাদের 'অতিসক্রিয়তা' তাঁরা পুরোপুরি পছন্দ করতেন না, তবুও পারস্পরিক সম্মানের একটা জায়গা সবসময়ই ছিল। তাঁদের সাথে একটা সময় প্রচুর বিতর্ক হয়েছে কিন্তু বিতর্ক যথেষ্ট উচ্চগ্রামে হলেও পারস্পরিক সম্পর্কের কোন চিড় ধরেনি। বলতে দ্বিধা নেই, আমার সমিতিতে ঢোকা তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক মাণিক্যনারায়ণ রায়ের হাত ধরেই।

বৈদ্যনাথদা ঃ আমি একটু খেই ধরিয়ে দি। অন্য জেলাগুলিতেও পারস্পরিক বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, সেই সময় সবাইকেই বাড়ী ছেড়ে থাকতে হয়েছিল, বেশীরভাগই মেস করে থাকত। ফলে নিজেদের মধ্যে মেলামেশা, যোগাযোগটা গড়ে ওঠে, যার একটা পরিণতি লাভ করে সমিতি তৈরী করার মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে দু'টি জেলা, বর্ধমান এবং বীরভূম যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে সেই সময়ের নিরিখে। বর্ধমানে রিটার্নের অত্যাচার এবং কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরালো হতে শুরু করে।

তরুণদা ঃ একটা কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বরাবরই বদলি কর্তৃপক্ষের অন্যতম এক হাতিয়ার। আমরা মেদিনীপুরে

জেলা স্তরে কর্তৃপক্ষকে দিয়ে একটা বদলি নীতি চালু করাতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে আমার সাসপেনশন উঠে গিয়েছে, কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছে সমিতিকে।

অমিত ঃ জরুরী অবস্থা তো উঠে গিয়েছে ততদিনে?

তরুণদা ঃ হ্যাঁ। তারও একটা প্রভাব পড়েছে গোটা সমাজে এবং আমাদের সমিতির কাজকর্মে। অনেক খোলাখুলি কাজ করতে পারছিলাম। কর্তৃপক্ষও বুঝতে শুরু করেছিল যে এদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার যথেষ্ট শক্তি রয়েছে। সব মিলিয়ে মেদিনীপুরে সমিতি যথেষ্ট শক্ত ভিতের উপরে দাঁড়াল। কেন্দ্রীয় কমিটির কাজকর্মেও আমরা হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলাম। বিশেষ করে জে. এল. আর. ও-দের সমিতি WBSLRS Gr-I অ্যাসোসিয়েশনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রক্রিয়াটা আমরাই উদ্যোগ নিয়েছিলাম। মনে আছে আমাদের সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং অন্য সমিতির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে রাজী করানোর জন্য আমরা, বিশেষ করে অঞ্জন (শিকদার), বৈদ্যনাথ এবং আমি দিনের পর দিন লেগে থেকেছি।

বৈদ্যনাথদা ঃ একদিনে তো মার্জার বা ঐক্য হয়নি। একটা প্রসেস ছিল, প্রথমে যৌথ প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠা, বিশেষত সার্ভিসের দাবিকে সামনে রেখে এবং যৌথ প্ল্যাটফর্ম থেকে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

তরুণদা ঃ সে এক ঐতিহাসিক আন্দোলন। তখন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে গিয়েছে। গণছুটি ও গণমিছিলের ডাক দেওয়া হয়। আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিং থেকে রাইটার্স বিল্ডিংস বা মহাকরণ অভিযানের ঠিক আগে (২২শে মে, ১৯৭৮ ছিল আন্দোলনের ঘোষিত দিন, তার আগে ১৫ই মে) তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী যৌথ কাউন্সিলের নেতাদের বৈঠকে ডাকেন এবং একটি লিখিত আশ্বাসবাণী দেন। তাতে বেশ কিছু দাবী বিশেষত স্পেশাল পে এবং ফিল্ড অ্যালাউন্স মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সমস্ত SLRS Gr-I-দের অর্ন্তভুক্ত করে স্টেট ল্যান্ড রেভিনিউ সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী পদক্ষেপ নেবেন বলে লিখিতভাবে জানানো হয়। এর উপরে দাঁড়িয়ে কাউন্সিলের নেতৃত্ব আন্দোলন স্থগিত রাখেন।

বৈদ্যনাথদা ঃ এর প্রতিক্রিয়ার কথা মনে আছে? কেন্দ্রীয় কমিটিকে আমরা সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলাম। আসলে তখনকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দোদুল্যমান অবস্থাটা আমাদের অনেকের কাছেই স্পষ্ট ছিল। এঁরা মানুষ হিসেবে বা সংগঠক হিসেবে মোটেও খারাপ ছিলেন না কিন্তু সরকারের সাথে সরাসরি সংঘাতে যেতে মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে তড়িঘড়ি আন্দোলন স্থগিত ঘোষণা করেছিলেন।

তরুণদা ঃ কিন্তু ওই লিখিত চুক্তি অবশ্যই ইতিবাচক। ওই চুক্তি অনুযায়ী আন্দোলন প্রত্যাহার খুব একটা গর্হিত কাজ কি? এখানকার নিরিখে বা বামফ্রন্টের পরের দিকে এ জাতীয় লিখিত আশ্বাস তো যে কোন ইউনিয়নের পক্ষে দুর্মূল্য প্রাপ্তি। পরে আমার মনে হয়েছিল সমালোচনার তীব্রতা ততটা না করলেই হত।

বৈদ্যনাথদা ঃ তোর কথায় যুক্তি আছে, আবার লক্ষ্য করে দেখ লিখিত আশ্বাসে যেগুলি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল — স্পেশাল পে, ফিল্ড অ্যালাউন্স বা সার্ভিস — কোনটাই পূরণ হওয়া তো দূরে থাক, বছরের পর বছর আমাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু অ্যালাউন্স হয়নি, স্পেশাল পে কয়েক মাসের জন্য পেয়েছিলাম তাও আবার কোর্ট কেসের ফলে বকেয়া পাওয়া গেছিল আর সার্ভিসের প্রতিশ্রুতির পরিণতি তো সবারই জানা! কাজেই ...

তরুণদা ঃ তারপর তো সমিতির কাঠামোই চেঞ্জ হয়ে গেল। সদস্যদের একটা বড় অংশ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চলে গেল, বিশেষ করে শক্তিশালী তিনটি জেলা — মেদিনীপুর, বর্ধমান এবং বীরভূম নতুন করে কমিটি গঠনের

কাজে উৎসাহী হল। কলকাতার হেস্টিংস হলে সাধারণ সভাতে বীরভূমের পার্থদেব রায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হল। মাণিক্যদা সভাপতি হলেন। সেখানেও একটা আপাত ঐক্যের মাঝে অনৈক্যের বীজ বপন করা হয়ে গেল। আমরা, অর্থাৎ মেদিনীপুরের বেশীরভাগ সদস্য অঞ্জন শিকদারকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে চেয়েছিলাম কিন্তু বর্ধমান এবং বীরভূমের একটা বড় অংশ তাতে রাজী হননি। ফলে আমরাও ঐক্যের খাতিরে পার্থদেব রায়কে মেনে নিয়েছিলাম। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবার কয়েক মাস বাদেই অবশ্য তিনি চাকরি ছেড়ে অন্যত্র যোগ দেন। অসিত বরণ দাশ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন তবে কোনরকম ভোটাভুটি ছাড়াই তিনি এই পদে আসীন হন। এর আগে অর্থাৎ পার্থদেব রায় সম্পাদক থাকাকালীনই ১৯৭৯ সালের ২৭শে মার্চ অমীমাংসিত দাবি আদায়ের জন্য গণছুটি এবং সার্ভে বিল্ডিং থেকে মহাকরণ অভিযান কর্মসূচী পালন করা হয়। সুদীর্ঘ মিছিল শেষে বিভাগীয় মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী এসপ্ল্যানেড ইস্টে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। ব্যস! ওই পর্যন্তই। দাবীদাওয়া আদায়ের ব্যাপারে একচুলও এগোয়নি। সবটাই ছিল প্রতিশ্রুতির মধ্যে।

বৈদ্যনাথদা ঃ তবুও আন্দোলনটা কি সমিতির তথা সদস্যদের সংগ্রামী মেজাজটাকে চিহ্নিত করে না?

তরুণদা ঃ অবশ্যই। আরও একটা বিষয় আলোচনা করতে হবে। সেই সময় সদ্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজ্যে প্রচণ্ড উন্মাদনা। বামফ্রন্ট সরকার গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই আবহে বিভিন্ন গণ-সংগঠন তাদের বক্তব্য নিয়ে নেমে পড়েছে। আমাদের সমিতিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। মনে আশা ছিল বামফ্রন্ট সরকার বুঝি বা শিগগিরই দাবি দাওয়াগুলো পুরণ করবে। কাজেই এই আবহে তখনকার সংগ্রামী চেতনাকে দেখতে হবে। আরও একটি বিষয় সমিতির অভ্যন্তরে ঘটে গিয়েছিল। ঐ সময় আর এক ঝাঁক যুবক কানুনগো পদে যোগ দেন। এদের যোগদান সমিতিকে খুবই সমৃদ্ধ করেছিল। এদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে দক্ষ সংগঠক হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অনেকেরই সামাজিক চেতনার মান ছিল অত্যন্ত উন্নত।

বৈদ্যনাথদা ঃ আর একটু বিস্তৃত করার প্রয়োজন নেই কি? শুধু শুধু তো আর চেতনার উন্মেষ হয়নি। তখনকার সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটাও তো দেখতে হবে।

তরুণদা ঃ হ্যাঁ ঠিকই, তবে বিশদ আলোচনার তো সুযোগ নেই;তবুও সেই সময়কার, অর্থাৎ আমাদের চাকরিতে ঢোকার ঠিক আগে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে পশ্চিমবাংলায় পরপর কটি ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেবার মত ঘটনা ঘটেছে। ষাটের দশকের খাদ্য আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, গ্রামে-গঞ্জে কৃষক আন্দোলন, বেনামী জমি দখল, নকশালবাড়ীর আন্দোলন, রাষ্ট্রীয় দমন এসবকিছুই সমাজের বুকে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল, বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের মধ্যে। একটা রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল, একটা রাজনৈতিক মানসিকতা বা সমাজ সচেতনতা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক প্রায় প্রত্যেকের মধ্যেই ছিল।

বৈদ্যনাথদা ঃ আর একটু সরাসরি বলা যাক। তখন বামপন্থী রাজনীতির রমরমা। বাম, অতিবাম — রাষ্ট্র দমন করলেও সমাজে তার প্রভাবটুকু আছে। যুবক যুবতীদের আত্মত্যাগ, সরকারের তরফ থেকে মানবাধিকার লঙ্ঘন — এসবই কি প্রভাব ফেলেছিল!

তরুণদা ঃ হ্যাঁ, ফেলতে তো বাধ্য। তবে সবাই যে খুব সচেতনভাবে এগুলি নিয়ে চর্চা করত তা নয়, তবে প্রত্যক্ষ হোক, পরোক্ষ হোক, প্রভাব ছিলই এবং তারই ছাপ পড়েছে সংগঠনে।

অমিত ঃ এটা কি শুধু মেদিনীপুরেই হয়েছিল? না অন্যত্রও।

তরুণদা ঃ প্রথম দিকে মেদিনীপুরে, পরে অন্য জেলাতেও। বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরে। আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। কানুনগো সমিতি ও এস.এল.আর.এস গ্রেড-১ সমিতি সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতি গঠিত হয়।

অমিত ঃ কিরকম?

তরুণদা ঃ সরকারের সাথে ট্রেড ইউনিয়নের সম্পর্ক কিরকম হবে তা নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখনকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব (যাঁদের অধিকাংশই পরে 'আলো' তৈরী করেন) বামফ্রন্ট সরকারকে বন্ধুর আসনে বসায়। তাদের বক্তব্য ছিল বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারী তথা শ্রমজীবি মানুষের বন্ধু, কাজেই বন্ধুর বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন হতে পারেনা। দাবি দাওয়া আদায় করতে হবে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে, সরকারের সাথে বন্ধুত্ব রেখে। এমন কিছু করা যাবে না বা বলা যাবে না যাতে সরকার বিব্রত হয়। আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম। আমাদের বক্তব্য ছিল এই কাঠামোতে কখনই নিয়োগকর্তা নিয়োজিতের বন্ধু হতে পারে না, তাদের সাথে সম্পর্ক দ্বন্দ্বমূলক। তুই তো এর উপরে লিখেছিলি, একটু বল না। সবই কি আমি বলব?

বৈদ্যনাথদা ঃ হ্যাঁ, বেশ খেটেখুটে লিখেছিলাম। আসলে অনেকগুলি উপাদান রয়েছে রাষ্ট্রের। আমলাতন্ত্র, পুলিশ-মিলিটারি বা ডিফেন্স, বিচারব্যবস্থা, মিডিয়া, মন্ত্রীসভা ইত্যাদি। এগুলিকেই বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছিল, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের সাথে সংঘাতের উপর জোর দিয়েছিলাম যতদূর মনে আছে। রাষ্ট্র মন্ত্রীসভা ছাড়া চলে কিন্তু বাকী উপাদানগুলি ছাড়া চলে না এবং কখনও কখনও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এদের কাউকে কাউকে ব্যবহার করলেও আদতে সম্পর্কটা দ্বন্দ্বমূলকই থাকে। এগুলিই একটু গুছিয়ে লিখেছিলাম। 'চার দশক'-এ আবার ছাপা হয়েছে।

তরুণদা ঃ আবার একটা এরকম লেখ।

বৈদ্যনাথদা ঃ এখনও কি সেই আঙ্গিকে লেখা যাবে?

তরুণদা ঃ না, পুরোটা না। তবে এখনও সেই উপাদান, সেই কাঠামো রয়েছে, সেগুলি তো বাদ যাবে না। তবে ট্রেড ইউনিয়নগুলির চরিত্র পাল্টেছে। এখন ট্রেডকে বাঁচিয়ে তবে ট্রেড ইউনিয়ন করতে হবে, কারণ ট্রেড না থাকলে চাকরি বা কর্মসংস্থান থাকবে না। এখন ট্রেডকে বাঁচিয়ে রাখার দায় কর্মীদেরই। তাছাড়া এখন অসংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা প্রচুর, স্থায়ীদের চাইতে বেশীই। এ রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রটাও তাই। ফলে এখন নিরাপত্তার দিকটা একজন একক কর্মচারী বেশী করে ভাবেন কারণ সংগঠিত ইউনিয়ন স্থায়ী চাকুরীজীবি কর্মচারীদের মধ্যে নেই বা থাকলেও দুর্বল।

বৈদ্যনাথদা ঃ একেবারেই কি নেই?

তরুণদা ঃ না, তা নয়। আছে, তবে চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা (যাকে bargaining power বলা যায়) অনেকটাই কমে গিয়েছে। আবার অনেকের তো মালিকই সরাসরি নেই, কেউ আবার নিজেরাই মালিক অথচ শোষিত। ওলা, উবের, সুইগি, জোমাট্যো এরকম কত সংস্থা আছে যাদের সম্পর্কেও ভাবনাটা আরো সংহত হওয়া দরকার। সবকিছু নিয়ে একটা লেখ।

অমিত ঃ হ্যাঁ, বৈদ্যনাথদাকে বলেছি লিখতে, দেবে বলেছে।

বৈদ্যনাথদা ঃ লিখব নিশ্চয়ই সমিতি বলছে যখন, একটু সময় লাগবে। তবে এ লেখা কি পড়বে লোকে? এ জাতীয় লেখা পড়ার ধৈর্য এবং অভ্যাস তো কমে গিয়েছে।

অমিত ঃ কেন পড়বে না? ভাল লেখা হলে অবশ্যই পড়বে। যেমন এই আড্ডা, এই আলোচনাটা তো অবশ্যই পড়বে।

তরুণদা ঃ ভালই প্রচার করে নিলে। যাইহোক, মূল আলোচনায় ফেরা যাক, আড্ডা দিতে দিতে অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। একটু খেই ধরাতে হবে।

বৈদ্যনাথ ঃ ওই যে, বন্ধু সরকার তত্ত্ব।

তরুণদা ঃ এই ধারণার বিরুদ্ধেই আদর্শগত বিরোধটা তুঙ্গে ওঠে। বলা ভাল, বিরোধটা কিন্তু আদর্শগতই ছিল, ব্যক্তিগত নয়, যদিও পরের দিকে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছিল। বিরোধটা কেন্দ্রীয় স্তরে ভোটাভুটি পর্যন্ত যায়। ইতিমধ্যে মেদিনীপুর ছাড়িয়ে গোটা রাজ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ যাই বল না কেন ছড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 'বন্ধু সরকার বিরোধী' মতবাদ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, প্রতিবছর ভোটাভুটি হত। ১৯৮৩ সালে আমরা কমিটিতে জয়লাভ করি, আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হই। ১৯৮৪ সালে আবার পরাজিত হই, ১৯৮৫ সালে আবার জয়ী হই এবং তারপর থেকে একচেটিয়া জয়ী হতে থাকি। অবশেষে ১৯৮৭ সালের ২০শে মে 'বন্ধু সরকার' পন্থীরা সমিতি ভেঙে 'আলো' তৈরী করে। পুরোটাই হয়েছিল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রত্যক্ষ মদতে এবং তত্ত্বাবধানে। অর্থাৎ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে।

বৈদ্যনাথদা ঃ এত সংক্ষেপে বললে হবে না, প্রেক্ষাপটটা বলতে হবে। ভাঙ্গনটা কি হঠাৎই ১৯৮৭ সালে হয়েছিল নাকি এর বীজ পোঁতা হয়েছিল আগেই?

তরুণদা ঃ আগেই হয়েছিল। আসলে বিস্তারিতভাবে এবং যথেষ্ট তথ্যনিষ্ঠভাবে তখনকার ইতিহাস সমিতির চার দশকের পথ চলার ইতিবৃত্ত প্রত্যয়ভূমিতে ধরা আছে বলে আর বিস্তারিত বলি নি। তবে আমার মনে হয় ভাঙ্গনের বীজ ১৯৮৩ সালেই পোঁতা হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ যে বছর আমি জি.এস হই মানে আমরা বন্ধু সরকার তত্ত্বের বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হই, ওই বছর সম্ভবত মে মাসে সমিতির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্তরে দাবি দাওয়ার সমর্থনে সপ্তাহব্যাপী অবস্থানের ডাক দেওয়া হয়। সরকার অত্যন্ত কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে, বন্ধু সরকারপন্থীরাও ওই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সুবিধামত প্রচার করতে থাকে। সবাইকে ছাপিয়ে যায় কো-অর্ডিনেশন কমিটি। তাঁরা তাঁদের মুখপত্রতে (সংগ্রামী হাতিয়ার) সরাসরি আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী বিভেদকামী বলে দাগিয়ে দিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে সেই সময় এ রাজ্যে জুনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন, সরকারি ডাক্তারদের সংগঠন এবং সরকারি ইঞ্জিনিয়ার সংগঠন সরকারি মদতে খণ্ডিত হয়েছে। আমাদের তখন ভাগাভাগি হয়নি অথচ তাঁদের প্রতিবেদনে রেভিনিউ অফিসারদের একাংশ বলে উল্লেখ করা হ'ল, অর্থাৎ ক্যাডারের মধ্যে, সমিতির মধ্যে বিভাজনের স্পষ্ট ইঙ্গিত তাঁদের দিক থেকেই প্রকাশ করা হয়েছিল সমিতি ভাঙ্গার অনেক আগে থেকেই।

অমিত ঃ আচ্ছা, সমিতি ভাঙ্গার পেছনে আমাদের কতটা ভূমিকা ছিল?

তরুণদা ঃ একদমই না। আমরা বহু চেষ্টা করেছিলাম এক রাখতে। এমনকি ওদের আরাধ্য রাজনৈতিক দল অর্থাৎ সিপিএমের নেতাদের সাথেও ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ করেছিলাম সমিতির ভাঙ্গন ঠেকাবার জন্য। একজন বিশিষ্ট নেতা তখনকার রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদককে সমিতি যাতে না ভাঙ্গে সেই অনুরোধ জানিয়ে চিঠিও দিয়েছিলেন। সেই চিঠি নিয়ে আমরা দেখাও করেছিলাম, সমিতি যাতে না ভাঙে তার জন্য আন্তরিক অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কোন কাজ হয়নি, তাঁরা সমিতি ভাঙার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

বৈদ্যনাথদা ঃ সমিতি ভাঙাতে কষ্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিতে হয়েছিল।

তরুণদা ঃ তবে এই ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৭, সমিতিতে আমরা স্বর্ণযুগ কাটিয়েছি। আন্দোলন গড়ে তোলা, আদর্শগত সংগ্রাম গড়ে তোলা, বিতর্ক, লেখালেখি, সরকারের সাথে দর কষাকষি, আমলাতন্ত্রের চোখে চোখ রেখে কথা বলা, সাথে সাথে বিভাগীয় কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করা — এ সমস্ত কিছু আমরা সামলেছি। তখন এক ঝাঁক সংগঠক দিনরাত একাকার করে, প্রায় ক্ষেত্রেই পরিবারকে বঞ্চিত করে সমিতির প্রয়োজনে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়িয়েছিল।

বৈদ্যনাথদা ঃ সাফল্যের কয়েকটা উদাহরণ দে।

তরুণদা ঃ এস.এল.আর.এস গ্রেড-১-দের জন্য ডাইরেক্টরেট স্তরে সুষ্ঠু বদলি নীতি, ইন্টিগ্রেটেড স্কীমে সরকারের প্রস্তাবিত ক্যাডারদের পদসঙ্কোচন প্রতিহত করা, সার্ভিসের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন এবং সরকারকে সার্ভিস কমিটি গঠন করাতে বাধ্য করা ইত্যাদি। এর প্রতিটি সমিতির ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

বৈদ্যনাথদা ঃ পেয়েছে, প্রত্যয়ভূমিতে বিস্তারিত রয়েছে। যাইহোক, এরপরে অবধারিত যে প্রশ্নটি আসবে তা হল এই ভাঙনটা আমরা মোকাবিলা করলাম কিভাবে?

তরুণদা ঃ ভাঙন আমাদের সংখ্যার দিক দিয়ে দুর্বল করেছিল ঠিকই, তবে মতাদর্শগত প্রত্যয়ে ভাঙন ধরাতে পারেনি। প্রথম সারির সংগঠকেরা প্রায় সবাই মূল সমিতি অর্থাৎ আমাদের দিকেই থেকে গিয়েছিলেন। এছাড়াও অনেক ব্যক্তি ছিলেন, এবং এঁরাই আমাদের সংগঠনের মূল ভিত্তি, যারা একেবারে নিঃস্বার্থভাবে ভাল পোস্টিং, নেতৃত্ব — কোন কিছুর চাহিদা না রেখে সংগঠনে থেকে গিয়েছেন। এঁদের সংখ্যাটা নেহাত কম ছিলনা। তবে প্রতিপক্ষ অত্যন্ত সবল, বলতে গেলে পুরো সরকারি যন্ত্র — আমলাতন্ত্র, মন্ত্রীসভা, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং নবগঠিত সমিতি 'আলো' তো আছেই। বিশেষ করে ট্রান্সফারের ভয় বা অন্য ভয় দেখিয়ে, নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে এমনকি কর্মক্ষেত্রে হুমকি দিয়ে আমাদের দুর্বল করে দেবার চেষ্টা হল অবিরাম। প্রাথমিকভাবে বেশ সফলও হল। বেশ কিছু সদস্য 'আলো'র মেম্বার হলেন, এদের মধ্যে আবার অনেকেই ভাঙনের আগে মতাদর্শগত সংগ্রামে আমাদের সাথে ছিলেন, কিন্তু ভয়, ভীতি, প্রলোভনের শিকার হলেন অনেকেই। অনেককেই চাকরিক্ষেত্রে প্রবল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, অনেকেই চাপ সহ্য করতে পারেনি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, জলপাইগুড়ি এবং বীরভূমে আমরা সংখ্যাগত শক্তি মোটামুটি অটুট রাখতে পেরেছিলাম কিন্তু অন্য জেলাগুলিতে দুর্বল হয়ে পড়ি, কয়েকটি জেলাতে তো এই দুর্বলতা বেশ প্রকট হয়ে উঠেছিল। তখন টিকে থাকার লড়াইটা করতে হচ্ছিল, অস্তিত্বের লড়াই।

বৈদ্যনাথদা ঃ তার মাঝে নদীয়ার ঘটনাটা ঘটল, মনে আছে তো?

তরুণদা ঃ মনে থাকবে না? ওখানেই তো প্রথম ঘুরে দাঁড়ালাম।

অমিত ঃ কিরকম?

তরুণদা ঃ জেলায় জেলায় আমলারা তখন আলো, কো-অর্ডিনেশন কমিটির সেবা করতে ব্যস্ত। নদীয়া জেলার রাণাঘাটে ডেপুটেশন দেবার অপরাধে দুজন সদস্য জেলা সম্পাদক তারক বিশ্বাস এবং ক্ষুদিরাম সর্দারকে সাসপেন্ড করা হয়। একেবারে জরুরি অবস্থায় যেরকম আমাকে করা হয়েছিল, সেরকম কায়দায়। আন্দোলনের প্রস্তুতি নিলাম,

কলকাতার সার্ভে বিল্ডিং-এ সপ্তাহব্যাপী গণ-অনশন কর্মসূচী পালন করলাম, শেষ দিন 'আলো'-ও একই জায়গাতে অর্থাৎ সার্ভে বিল্ডিং-এ অবস্থান কর্মসূচী গ্রহণ করে। (ওদের দাবী কি ছিল মনে নেই, সম্ভবত ওদেরও মনে নেই) মুখোমুখি আমরা আর আলো। আমাদের অনশন আর ওদের অবস্থান। ওদের মঞ্চে হাজির কো-অর্ডিনেশন কমিটি। আন্তরিকতা, প্রত্যয়ে আমাদের আন্দোলনের গভীরতা ওদের আন্দোলনকে ছাপিয়ে গেল, বেশ মনে আছে ঐ আন্দোলনের ফলে সাস্‌পেনশন প্রত্যাহৃত হল। আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম।

বৈদ্যনাথদা ঃ ওই আন্দোলনের আর এক প্রাপ্তি যৌথ সংগ্রাম। বেশ কয়েকটি সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন — স্টিয়ারিং কমিটি, সেটল্‌মেন্ট কর্মচারী সমিতি, জয়েন্ট কাউন্সিল অব্ হেলথ, যথাক্রমে ফরোয়ার্ড ব্লক, সিপিআই এবং আর.এস.পি প্রভাবিত কর্মচারী সংগঠন নিঃশর্ত এবং নিঃস্বার্থভাবে এই আন্দোলন সমর্থন করেন। এছাড়া ছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল গর্ভনমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং কেন্দ্রীয় প্রচার টিম যা পরবর্তীকালে নব পর্যায়। এরা সবাই অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

তরুণদা ঃ আর তাছাড়া বিভাগীয় কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের সমিতি সম্পর্কে একটা সম্ভ্রমের জায়গা গড়ে উঠেছিল। যারা মেরুদন্ড সোজা রাখে, সমাজ তাদের শ্রদ্ধার চোখেই দেখে।

বৈদ্যনাথদা ঃ তার পরের অধ্যায়? সে তো টিকে থাকার লড়াই।

তরুণদা ঃ হ্যাঁ, দিনরাত অস্তিত্বের লড়াই লড়তে হয়েছে। সদস্য কমছে, তারও মাঝে আমরা সমিতির কাঠামোকে রক্ষা করে গিয়েছি। দাবি দাওয়া আদায়ে আন্দোলনে, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাতে অটল থেকেছি।

বৈদ্যনাথদা ঃ কিরকম?

তরুণদা ঃ 'আলো'র বা সরকারের তরফ থেকে, আমলাদের তরফ থেকে সার্ভিসের দাবিকে নস্যাৎ করবার বরাবরের ষড়যন্ত্র ছিল। ওই কঠিন সময়েও আমরা সার্ভিসের দাবিকে হারিয়ে যেতে দিইনি। মনে আছে, আমাদের এক স্মারকলিপির প্রেক্ষিতে এক আমলার সেই কুখ্যাত নোট যার বাংলা করলে দাঁড়ায় যেহেতু এই ক্যাডারের অধিকাংশ লোক সার্ভিস আর চায়না (অর্থাৎ এটা 'আলো'র স্বপক্ষে) শুধুমাত্র এই সমিতির কিছু লোকজন এর পক্ষে চেঁচিয়ে যাচ্ছে তাই একে গুরুত্ব দেবার দরকার নেই। আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম — কথায় না, কাজে। সার্ভিসের স্বপক্ষে ব্যক্তিগত পোস্টকার্ড ক্যাম্পেইন করেছিলাম তাতে ক্যাডারের অধিকাংশ (অর্ধেকের অনেক বেশী, অবশ্যই তাতে 'আলো'র অনেক সদস্য ছিলেন) স্বাক্ষর করেছিলেন। অর্থাৎ সার্ভিসের দাবি যে সামগ্রিকভাবে ক্যাডারের, তা প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

বৈদ্যনাথদা ঃ আর কাজকর্মের ব্যাপারটা?

তরুণদা ঃ নয়ের দশকে বিশ্বায়ন গোটা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে মনমোহন সিং-এর হাত ধরে। তার ভাল মন্দ এখানে বিশ্লেষণ করতে চাই না। তবে এ রাজ্যের বামফ্রন্ট মুখে বিশ্বায়নের বিরোধিতা করলেও প্রয়োগে তা মেনে নেয়।

বৈদ্যনাথদা ঃ একটু তাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছে। সোজা করে মোদ্দা ব্যাপারটা বল।

তরুণদা ঃ বলতে চাইছি — সবকিছুই তখন পণ্য হয়ে যায়, জমি, বর্গাদার, পাট্টাদার সব পিছনে চলে গেল, বদলে চলে এল 'শিল্পের স্বার্থে', 'পুঁজির স্বার্থে' জমি বন্টন, লিজের কর্মকান্ড। যে সরকারি উদ্বৃত্ত জমি অর্থাৎ খাসজমি কৃষকের

হাতে পাট্টার মাধ্যমে তুলে দেবার কথা তা অকৃষি কাজে ব্যবহৃত হতে থাকল, কৃষির সাথে সম্পর্কহীন পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া হ'ল।

অমিত ঃ যেমন?

তরুণদা ঃ ভাঙ্গরের কাছে বানতলার লেদার কমপ্লেক্স, তিনফসলী উর্বর জমি, তুলে দেওয়া হল চর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে। ওই শুরু। আমরা প্রতিবাদ করেছিলাম তখনই।

অমিত ঃ কিন্তু শিল্পের জন্য তো জমি চাই। সেগুলি আসবে কোথা থেকে?

তরুণদা ঃ কিন্তু কৃষির বিনিময়ে, কৃষকের জীবনের বিনিময়ে নিশ্চয়ই নয়। বৃহত্তর জগতের প্রশ্ন, বিতর্ক থাকবে, কিন্তু এ বিতর্ক এড়ানো যাবে না। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামেই দেখনা। নির্বিচারে কৃষিজমি অধিগ্রহণ মানুষ মেনে নেয়নি। বামফ্রন্ট সরকারের পতনের অন্যতম কারণ যে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম এটাতো মানতেই হবে।

বৈদ্যনাথদা ঃ কিন্তু যেভাবে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম তখন প্রভাব ফেলেছিল তা তো আজ উধাও?

তরুণদা ঃ তাহলেও এর ঐতিহাসিক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। একটা ব্যাপক জনজাগরণ হয়েছিল অন্যায়ভাবে জমি, কৃষিজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। মানুষ ভালোভাবে নেয়নি, সেটা আমাদের সমিতিও অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে ওই অধিগ্রহণে বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল।

বৈদ্যনাথদা ঃ হ্যাঁ, বেশ মনে আছে সিঙ্গুর অধিগ্রহণ বিরোধী একটা ভূমিবার্তার বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল। ওটা পূনঃমুদ্রন করতে হয়েছিল। একদিন মেট্রো রেলে সম্পূর্ণ অপরিচিত ক'জন ছাত্র-ছাত্রীর হাতে ওই সংখ্যাটা দেখেছিলাম। কী ভাল যে লেগেছিল।

তরুণদা ঃ যাইহোক অনেকটাই প্রসঙ্গান্তরে চলে এলাম। সমিতি ভাঙ্গার পর যেটা হয়েছিল নতুন সদস্যদের আমরা পাচ্ছিলামই না। শালবনি বা অন্য ট্রেনিং সেন্টারে আমাদের প্রায় ঢুকতেই দেওয়া হত না। নতুনরাও আমাদের থেকে নিরাপদ দূরত্ব রাখতে চাইতেন, এদিকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অপপ্রচার অবং অন্যদিকে ভাল, নিরুপদ্রব মসৃণ চাকরিজীবনের 'প্রতিশ্রুতি'-এ সবকিছু মিলিয়ে 'আলো'-র তখন রমরমা।

অমিত ঃ অবস্থাটা কি পাল্টালো? না একই রকম রইলো?

তরুণদা ঃ না, পাল্টালো তো বটেই। ক্রমশঃ সরকারি বঞ্চনা 'আলো'র সদস্যদের মধ্যেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে লাগল। তাদের নেতৃত্বের পুরোপুরি সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ, কো-অর্ডিনেশন কমিটির দাদাগিরি, এ সবই সামগ্রিকভাবে আমাদের ক্যাডারদের মধ্যে একটা নেতিবাচক প্রভাব ফেলল। মোহমুক্ত হয়ে অনেকেই 'আলো' ছেড়ে আমাদের সমিতিতে যোগ দিল যারা পরবর্তীকালে অত্যন্ত দক্ষভাবে এই সমিতিতে কার্যকলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। নব্বই দশকের মাঝামাঝি থেকে নতুন সদস্যরা সমিতিতে যোগ দিতে শুরু করে। ইতিমধ্যে আবার 'আলো' ভেঙ্গে 'এ.আর.ও' তৈরী হয়।

বৈদ্যনাথদা ঃ সেখানে বোধহয় তৎকালীন বিভাগীয় মন্ত্রী এবং আমলাদের একটা অংশের প্রেরণা ছিল যদিও দিনের শেষে 'আলো'র আত্মসমর্পণ এবং স্বাধীন হবার বাসনাকেও বোধহয় অস্বীকার করা যায় না।

তরুণদা ঃ ঠিক তাই, তবে আর একটা বিভাজন আমাদের ক্যাডারকে সামগ্রিকভাবে দুর্বলই করেছে।

বৈদ্যনাথ ঃ তবে দাবি-দাওয়াগুলি বিশেষ করে সার্ভিসের দাবি আবার জোরালো হয়ে উঠতে শুরু করে তাতে আমাদের সমিতি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠতে শুরু করে, তাই না?

তরুণদা ঃ ঠিক তাই, আবার সার্ভিস কমিটি তৈরী হয়, তারা সার্ভিসের সুপারিশও করে। তবে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সার্ভিস আর রূপায়িত হয়নি। পরবর্তী সময়ে একটা সার্ভিস তৈরী হয়েছে, যদিও সত্যি কথা বলতে কি, তার রূপরেখা যতটা দেখেছি বা জেনেছি তাতে মনে হয়েছে এটা অনেকাংশেই আংশিক, পূর্ণতা প্রাপ্তির জন্য আরো সংগ্রাম করতে হবে।

বৈদ্যনাথদা ঃ হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। তবে পরবর্তী নেতৃত্ব, অর্থাৎ এখন যাঁরা সমিতি পরিচালনা করে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট দক্ষ। ওরা নিশ্চয়ই ইতিবাচক দৃষ্টিতেই দেখে সবকিছু। যাইহোক আমাদের, বিশেষ করে তোর সমিতিতে দীর্ঘ পরিক্রমা, তুই ২০১০ সালে আর আমি ২০১২ সালে রিটায়ার করি। এর মাঝে ব্যাটন হস্তান্তরিত হয়। তোর পরে আরও বেশ ক'জন সাধারণ সম্পাদক হয়। এ ব্যাপারে তোর বক্তব্য?

তরুণদা ঃ ব্যাটন চেঞ্জ অত্যন্ত গণতান্ত্রিকভাবে হয়েছে। মূল আদর্শের কোন পরিবর্তন হয়নি।

বৈদ্যনাথদা ঃ এখন তো সার্ভিসের একটা কাঠামো হয়েছে। কেউ জয়েন্ট ডাইরেক্টর, কেউ বা অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর। মাইনেও যথেষ্ট বেড়েছে। প্রশাসনে যথেষ্ট গুরুত্ব বেড়েছে। তাহলে আর সমিতির তেমন প্রয়োজন কোথায়?

তরুণদা ঃ হ্যাঁ। এই ভাবনাটা অনেকের ক্ষেত্রেই আসতে পারে। তবে, এর আগের উত্তরেই বোধহয় অনেকটা বলা আছে। সব দাবি তো পূরণ হয়নি, সার্ভিসও আমাদের চাহিদামত পুরোপুরি হয়নি। শেষতম ক্যাডারটি সার্ভিসে অর্ন্তভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত লড়াইটা চালানো দরকার, লড়াইয়ের ফর্ম চেঞ্জ হতে পারে, তীব্রতা বাড়তে কমতে পারে, কিন্তু লড়াইটা দরকার। তাছাড়া অর্জিত অধিকার রক্ষা করার জন্যও সংগ্রাম দরকার আর সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও সেখানে। বদলি নীতি রূপায়নের জন্য তো বটেই, বদলী নীতি রক্ষা করার জন্যও আমাদের বারে বারে আন্দোলনে নামতে হয়েছে।

অমিত ঃ আড্ডাতে তো থামতেই হবে। এখনকার সমিতির প্রতি কি বলবেন?

তরুণদা ঃ আমাদের সমিতির যা পরিচিতি — গণতান্ত্রিক পরিবেশ, খোলাখুলি মত বিনিময় এগুলি বজায় রাখা, এছাড়া যে আদর্শ বুকে রেখে আমরা সমিতি করেছি — সরকারের কাছে অর্থাৎ নিয়োগকর্তার কাছে, আমলাতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ নয়, গঠনমূলক সমালোচনা করা, স্বাতন্ত্র বজায় রাখা, সবার সাথে সাথে চারপাশের কর্মী কর্মচারীদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ অটুট রাখা।

আমরা যারা RO, SRO-II রইলাম

— নিরঞ্জন বালো

আমাদের প্রিয় সমিতির নেতৃত্বের সুদীর্ঘ, বলিষ্ঠ ও আপোষহীন লড়াইয়ের ফল হিসেবে আমরা আমাদের বহু প্রতীক্ষিত বিভাগীয় সার্ভিস অর্থাৎ WBLRS আদায় করতে পেরেছি। তবে এটাও মানতে হবে, আমরা আমাদের চাহিদা ও দাবি অনুযায়ী WBLRS-কে পূর্ণাঙ্গ রূপে আদায় করতে পারিনি। এখনও অনেক কিছুই বাকি। ১১.০২.২০২১-এ WBLRS নামক স্টেট সার্ভিস ক্রিয়েশনের প্রথম নোটিফিকেশন বের হয়। এরপর ২৯.০৩.২০২৩-এ WBLRS এর রুলস এর নোটিফিকেশন পাবলিশ হয়। তারপরেও প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত, এখনও ক্যাডার শিডিউল প্রকাশ হয়নি, মোট স্ট্রেংথ এর ৭৩৪টি পোস্ট এখনও পূরণ হয়নি। এসবের মধ্যেই আমাদের সমিতির সার্ভিস সংক্রান্ত সনাতন দাবি পূরণের লড়াই জারি আছে — ১) লেফট আউট ৩৪৭ জন SRO-II-কে WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত করে WBLRS-এর মোট স্ট্রেংথ ১০৮১-তে বৃদ্ধি করা, ২) RO-কে WBLRS-এ ডিরেক্ট ফিডার করা। আমাদের দাবি অনুযায়ী WBLRS পূর্ণাঙ্গ রূপে গঠন না হওয়ায় এবং উপরে উল্লিখিত দাবি প্রসঙ্গেই এই লেখার অবতারণা।

বর্তমানে উত্তর দিনাজপুর জেলায় জানুয়ারি, ২০২৫ অনুযায়ী মোট ৫১ জন RO এবং ৬ জন SRO-II কর্মরত রয়েছেন, অর্থাৎ এটা হলো বর্তমান স্ট্রেংথ। সমিতির জেলা সম্পাদক হিসেবে জেলায় পোস্টেড RO, SRO-II-দের বিভিন্ন সময়ে WBLRS সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলে, আলাপ করে যা বুঝেছি তাই সংক্ষেপে এই লেখায় তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আসলে খুব নাজুক সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি। বাস্তবে অধিকাংশ RO এর মধ্যেই WBLRS গঠিত হওয়ার সুফল ও দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। SRO-II-দেরও একাংশ তাঁদের কেরিয়ার, Future prospects নিয়ে যথেষ্ট চিন্তিত। কিছু স্বার্থান্বেষী গ্রুপ আবার অপপ্রচার চালাচ্ছে যে, সার্ভিস হওয়ার ফলে RO-দের ক্ষতি হয়েছে। সবমিলিয়ে বিষয়টা খুব স্পর্শকাতর। আমাদের সমিতির নেতৃত্ব আগাগোড়াই এবং দীর্ঘদিন ধরেই এ বিষয়ে সমিতির সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের সঙ্গেও খোলামেলা ও বিস্তারিত আলোচনা করেছে এবং আজও করে চলেছে। এই আলোচনার কাঠামোতেই মাটির প্রলেপ স্বরূপ এই লেখা থাকুক লিখিত ডকুমেন্টেশন হয়ে। এবার প্রসঙ্গ ধরে কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক —

১) WBLRS (RO) থেকে WBLRS :

আমাদের দপ্তরে বর্তমানে রাজস্ব আধিকারিক (RO)-দের মোট ক্যাডার স্ট্রেংথ হলো ১৫৮৫। জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত মোট এক্সিস্টিং স্ট্রেংথ হলো প্রায় ১৫০০। SRO-II-দের মোট ক্যাডার স্ট্রেংথ হলো ৩৪৭। জানুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত মোট এক্সিস্টিং স্ট্রেংথ হলো প্রায় ৩০০। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে প্রায় ৫৫০ জন RO ১৫ নং স্কেল এনজয় করছে MCAS-এর মাধ্যমে। DD (ক্যাডার স্ট্রেংথ - ২২০), এবং JD (ক্যাডার স্ট্রেংথ - ৭৪) পোস্টে জানুয়ারি, ২০২৫ অনুযায়ী যথাক্রমে প্রায় ২৫ শতাংশ ও ৪০ শতাংশ পোস্ট ভ্যাকান্ট রয়েছে, ফিল আপ করা হয়নি। এখন পিরামিড আকৃতির এই সার্ভিসে আপার স্ট্রাটাতে যতক্ষণ না পোস্ট বাড়ানো হবে বা পোস্ট ফিল আপ করা হবে, ততক্ষণ নীচে (বেস ক্যাডার) থাকা RO-রা উপরে উঠবে কিভাবে? ২৯.০৩.২০২৩-এ রুলস পাবলিশ হওয়ার পরে দু'বছর অতিক্রান্ত হলেও DD, JD absorption-এর ক্ষেত্রে ৫ বছরের যে bar দেওয়া আছে তা কমানোর জন্য কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা গেলো না, ফলে পোস্টও ভ্যাকান্ট থাকল। রেগুলার প্রমোশনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু বিষয় কাজ করে যেমন — সরকারের সদিচ্ছা, দপ্তরের তৎপরতা, ভ্যাকান্সি ইত্যাদি। ভ্যাকান্সির মধ্যে আবার তিনটে বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ — স্ট্রেংথ, চাকরীতে জয়েনিং (এন্ট্রি) এবং অবসর (এক্সিট)। এখন একটা হাইপোথেটিকাল আলোচনা করা যাক। ধরা যাক বর্তমান যা পরিস্থিতি, আগামী ৫ বছরে তার কোনো পরিবর্তন (উন্নতি) হবে না অর্থাৎ WBLRS-এর স্ট্রেংথ, SRO-II absorption সব এখন যা আছে তাই অপরিবর্তিত থাকবে। এখন যদি আমি, নিরঞ্জন বালো, নিজেকে রেফারেন্স হিসেবে ধরি, যার গ্রেডেশন লিস্টে (তাং -

১৩/০৪/২০২২) সিরিয়াল নং ৫৯২ (জয়েনিং ইন WBLRS - ২১/০৬/২০১৬), তাহলে আমি আনুমানিক কবে WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত হতে পারবো? এর একটা টেকনিক্যাল ও প্র্যাকটিকাল ব্যাখ্যা আশা করছি সমিতির সিনিয়র নেতৃত্বের কাছে থাকবে।

২) RO-দের প্রমোশন / Future prospects :

RO-দের ক্লোজ গ্রুপের মধ্যে গসিপ বা আলোচনার সময় একটা কথা ইদানিং বহুল প্রচলিত — "Once an RO, always an RO।" আসলে RO-দের প্রমোশনের বিষয়টি এমন একটা stagnation level-এ পৌঁছেছে, যে কারনে হয়তো ঠাট্টা করে এই উদ্ধৃতির প্রচলন। RO-দের শেষ গ্রেডেশন লিস্ট পাবলিশ হয়েছে ১৩/০৪/২০২২-এ। জুলাই, ২০২২-এর পর RO থেকে SRO-II প্রমোশন হলো ৩১/১২/২০২৪-এ, তাও আবার মাত্র ৪০ জনের। রেগুলার প্রমোশনের এই বেহাল অবস্থার জন্য বেশ কিছু বিষয় দায়ী হতে পারে — ভ্যাকান্সি নেই, অবসর (এক্সিট) কম, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, দপ্তরের দীর্ঘসুত্রীতা তথা red tapism ইত্যাদি। কারন যাই হোক না কেন, এই বিষয়টা নিয়ে RO-রা কিন্তু খুবই উদ্বিগ্ন। আসলে প্রমোশন হলে ফিন্যান্সিয়াল বেনিফিট ছাড়াও একজনের সোশ্যাল স্ট্যাটাস যেমন uplift হয়, তেমনি কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর আলাদা একটা মোটিভেশন আসে। বর্তমানে যেহেতু প্রায় ৪০ শতাংশ RO ১৫ নং স্কেল এনজয় করছে MCAS-এর মাধ্যমে, সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত ৩৪৭ জন SRO-II পোস্টের অবলুপ্তি না ঘটছে, তাঁদের bulk promotion দিলে অসুবিধে কোথায়? আসলে এই ভায়া SRO-II ব্যাপারটা খুব গোলমেলে, কারন — ১) জয়েন্ট বিডিও, ACTO-দের মতন RO কেন ডিরেক্ট স্টেট সার্ভিসে (WBLRS)-এ এন্ট্রি নিতে পারবে না বা কেন RO-কে ডিরেক্ট ফিডার করা হবে না? ২) SRO-I পোস্ট যেহেতু অবলুপ্ত করা হয়েছে SRO-II পোস্ট থাকাটাও অযৌক্তিক, বরং রাখতেই যদি হয় RO-কে SRO-II এর সঙ্গে merge করে nomenclature পরিবর্তন করে শুধু SRO নামক পোষ্ট রাখা হোক।

৩) WBCS (Executive) প্রমোশন ঃ

কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে যে WBCS (Exe)-এ প্রমোশনের ক্ষেত্রে SRO-II বাদে বাকি যে ফিডার পোস্ট রয়েছে অর্থাৎ জয়েন্ট বিডিও, ACRO তাঁরা নাকি দৃঢ়ভাবে আপত্তি জানিয়েছে যে, যেহেতু নিজস্ব স্টেট সার্ভিস WBLRS গঠিত হয়েছে তাই এই WBCS (Exe)-এ প্রমোশনের ক্ষেত্রে SRO-II-কে ফিডার পোস্ট থেকে বাদ দেওয়া হোক। যেহেতু বিভিন্ন সোর্স থেকে শোনা যাচ্ছে, তাই সরকার, PSC, P&AR যেখানেই হোক না কেন আপত্তি তো তাঁরা জানিয়েছে, কারন কথায় আছে না — when there is smoke, there is fire। আর এই বিষয়টি নিয়ে কিন্তু RO, SRO-II উভয়েরই উদ্বেগের অন্ত নেই। এখানে দুটো বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ — ১) যেহেতু WBLRS গঠন হওয়ার সময়ে WBCS (Exe)-এ প্রমোশনের ক্ষেত্রে SRO-II এর ফিডার পোস্ট হিসেবে ৫৩ শতাংশ কোটা বন্ধ বা কমানোর ব্যাপারে কোন শর্ত উল্লেখ ছিল না, তাই কোনভাবেই এই কোটা বন্ধ বা কমানো চলবে না। ২) যদি লেফট আউট ৩৪৭ জন SRO-II-কে WBLRS-এ অন্তর্ভুক্ত করে SRO-II পোস্ট অবলুপ্ত করা হয়, তাহলে নতুন করে আমাদের জোরালো দাবি রাখতে হবে জয়েন্ট বিডিও-এর মতন RO-কে WBCS (Exe)-এ প্রমোশনের ক্ষেত্রে ফিডার পোস্ট করতে হবে, সেক্ষেত্রে বরং কোটা percentage নিয়ে দরাদরি চলতে পারে। কোনভাবেই কোন পরিস্থিতিতেই RO-দের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে দেওয়া যাবে না। এই বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আশা করছি সমিতির সিনিয়র নেতৃত্বের কাছ থেকে।

৪) SRO-II-দের হাল হকিকত ঃ

WBLRS গঠিত হওয়ার পর SRO-II-দের অবস্থা হলো না ঘরকা না ঘাটকা। রুলস নোটিফিকেশন এর ৬ নং পয়েন্ট অনুযায়ী ওয়ান টাইম অপশন চাওয়া হলে মোট ৮৬ জন SRO-II উইলিং অপশন দিল WBCS (Exe)-এ যাবার জন্য। এদের মধ্যে ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৯ এর সম্মিলিত কোটা অনুযায়ী মোট ৪৪ জনের WBCS (Exe)-এ প্রমোশন হলো ২৪.০৬.২০২৪ তারিখে। তারপর আবার ১৩/১২/২০২৪ তারিখে ২০১৯ এর কোটার ভিত্তিতে প্রমোশনের জন্য মোট ৩৯ জন এলিজিবল SRO-II-এর কিছু

ক্ল্যারিফিকেশন চাওয়া হলো জেলাগুলো থেকে। কিন্তু এদের ঠিক কতজনের প্রমোশন হবে, কবে হবে — এ ব্যাপারে বিস্তর ধোঁয়াশা রয়েছে। এরা যেহেতু ওয়ান টাইম অপশন দিয়েছে তাই খুব দ্রুত এদের WBCS (Exe)-এ প্রমোশন দিয়ে টোটাল স্ট্রেংথ থেকে অপসারন করলে একদিকে যেমন সেটা তাঁদের ক্যারিয়ার ও Future prospects-এর জন্য ভালো হবে, তেমনি নীচ থেকে RO-দের প্রমোশনের ক্ষেত্রে ভ্যাকান্সি তৈরি হবে। এক্ষেত্রে অযথা dilly-dally হলে RO, SRO-II উভয়েরই প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার — এই অপশন আবার নতুন করে চাওয়া হবে কিনা, হলে সেটা কবে, কিভাবে, কি শর্তে?

এতদিন SRO-II-রা মূলত ব্লক লেভেলে BLLRO হিসেবে পোস্টিং পেয়ে গ্রাউন্ড লেভেলে কাজ করত এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করত। সিনিয়র SRO-II-রা তারপর DLLRO, SDLLRO, LA ইত্যাদি অফিসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল/সেকশনের O/C হিসেবে কাজ করত। BLLRO-রা অনেক বিষয়ে, অনেক কাজের ক্ষেত্রে এইসব সিনিয়র আধিকারিকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিত। এখন সার্ভিসে absorption-এর পর নতুন পোস্টিং অর্ডার করে পুরো সিস্টেমটাকে জাস্ট উল্টে দেওয়া হয়েছে। জুনিয়র মোস্ট SRO-II-রা এখন DLLRO, SDLLRO, LA ইত্যাদি অফিসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ফাইল/সেকশনের O/C হিসেবে পোস্টেড। আর দপ্তরের অত্যন্ত অভিজ্ঞ, সিনিয়র আধিকারিকরা ব্লক লেভেলে BLLRO হিসেবে পোস্টেড। আচ্ছা, এই পরিস্থিতিতে কে কাকে পরামর্শ দেবে? কে কাকে গাইড করবে?

৫) ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট ঃ

WBCS-এর রুলস নোটিফিকেশন এর ১১ নং পয়েন্ট অনুযায়ী চতুর্থতম বছর থেকে AD পোস্টে ২০ শতাংশ ভ্যাকান্সি PSC-এর মাধ্যমে ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট হবে। এই বিষয়ে RO-দের মধ্যে মূলত তিনটি উদ্বেগের কারন রয়েছে — ১) PSC-2011, 2012, 2013, 2014 ইত্যাদি ব্যাচগুলিতে পরপর যে বিপুল সংখ্যক RO জয়েন (এন্ট্রি) করেছে তাঁদের প্রমোশনের তথা WBLRS-এ absorption-এর সুযোগের সময়েই এই যে ২০ শতাংশ কোটা কমা শুরু হচ্ছে, সেই stagnation কাটানোর জন্য কিছু কি ভাবা হয়েছে/হচ্ছে? ২) ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট-এর মাধ্যমে যেসব AD চাকরিতে জয়েন করবে তাঁরা কি BLLRO পোস্টে জয়েন করবে, কারন BLLRO পোস্টে কাজ করার জন্য কিন্তু দীর্ঘ বেশ কয়েক বছরের কাজের অভিজ্ঞতা (এখন যেমন RO হিসেবে) ও পাবলিক ডিলিং এর বিস্তর বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ৩) এই ডিরেক্ট রিক্রুটমেন্ট শুরু হলে এবং চলতে থাকলে আবার বেশ কিছু বছর পর দেখা যাবে যে, এদের দ্রুত প্রমোশন হওয়ার কারনে WBLRS-এর আপার স্ট্রাটাতে এরাই আধিপত্য বিস্তার করছে এবং পলিসি মেকিং-এ এরাই ছড়ি ঘোরাচ্ছে (এখনকার নন ডিপার্টমেন্টাল আধিকারিকদের মতন)। ফলে ফিডার পোস্টের আধিকারিকরা আবার সেই শুধু আজ্ঞাবাহী হয়ে পড়বে নাতো? এই বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত ব্যাখ্যা আশা করছি সমিতির সিনিয়র নেতৃত্বের কাছে।

*(সমিতির তরুণ সংগঠক নিরঞ্জন বালো 'আমরা যারা RO, SRO-II রইলাম' শীর্ষক একটি বাস্তব এবং তথ্যসমৃদ্ধ লেখার মাধ্যমে WBLRS গঠনের পর দপ্তরের ground level-এর আধিকারিক, বিশেষতঃ RO এবং SRO-II-দের Promotion ও অন্যান্য Service Benefits সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে সমিতির সিনিয়র সদস্যদের কাছে আবেদন রেখেছেন তাঁর তোলা প্রশ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার। তাই সমিতির সকলের কাছে আবেদন, এই লেখাটিতে যেসব সমস্যা এবং প্রশ্ন তোলা হয়েছে সেগুলির যথাযথ উত্তর ও ব্যাখ্যা-সমৃদ্ধ লেখা দেওয়ার, যা ভূমিবার্তার পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে — **সম্পাদক**)*

Probable Solution – Real Life Problems at Office

This is one of the probable solution to the problem. There is ample scope for debate for educating ourselves.

We start with the situation where the recorded area of CS Plot No. 793 is 14.10 acres, but the actual area is 12.68 acres. So it is adequately clear that there cannot be a clear matching of 14.10 acres with 12.68 acres.

As we see that 7.05 acres out of 14.10 acres have been vested. This is LR Vesting. Why? Because, EA Vesting is always to be followed up by LR Vesting. (However there is scope of LR Vesting without any EA Vesting). So, the calculation of vesting was done, taking into consideration the fact that the raiyat had 14.10 acres in Plot No. 793 along with other plots. But, actually the area is 1.42 acres less. So had we been able to correct the mismatch before the initiation of the process of vesting, the vested area of vesting would have been 1.42 acres less i.e., 7.05 - 1.42 = 5.63 acres. So, first we need to search out the vesting proceeding and reopen it and lesser the area of vesting in Plot No. 793 to 5.63 acres. The reopening of the case is to be taken up U/S 14T(3A) and record correction may be done U/S 51BB.

Now the situation stands as follows :-

Vested area = 5.63 acres in CS Plot No. 793 out of 12.68 acres.

RS & LR Plot No. 793 would be 5.49 acres.

RS & LR Plot No. 793/1472 and 793/1473 = 4.74 + 2.45 = 7.19 acres.

We shall try to ensure that the interest of the Government is not jeopardised.

This is done by allowing 5.63 acres vested to be reflected in 793, 793/1472 & 793/1473.

As it appears that possession under X_1 industries is 4 acres in RS & LR Plot No. 793 and 1.48 acres in 793/1472.

Total possession under X_1 industries is 5.48 acres.

Possession under X_2 industries – 50 dec in 793/1472.

Possession under X_3 industries – 60 dec in 793/1473.

The total area under possession of X_1, X_2, X_3 = 5.48 + 50 + 60 = 6.58 acres.

Total area vacant is 12.68 - 6.58 = 6.10 acres.

This vacant area is as per R-O-R raiyati. We shall adjust the vacant areas that are raiyati with vested areas which is under the possession X_1, X_2 & X_3.

PLOT NO. 793	READJUSTED RAIYATI PART	READJUSTEDVESTED PART
793	4 acres (X_1 industries) 4 (P1)	1.3 acres (P2) + 0.19 acres (P3) = 1.49 acres
793/1472 (P4) (P5) (P6)	1.48 acres (X_1 industries) + 0.50 acres (X_2 industries) + 0.60 acres (X_3 industries) = 2.58 acres	2.16 acres (P7)
793/1473 (P8)	47 dec	1.98 acres (P9)

There will be a renumbering of the map for this portion that covers CS Plot No. 793 (which is RS & LR Plot No. 793, 793/1472 & 793/1473.

A group Plot-Badar will follow –

Plot No.	Area (in acres)	Plot No.	Area
793	5.49	P1	4.0
793/1472	4.74	P2	1.30 (Vested)
793/1473	2.45	P3	0.19 (Vested)
		P4	1.48
		P5	.50
		P6	.60
		P7	2.16 (Vested)
		P8	.47
		P9	1.98 (Vested)
Total	**12.68**	**Total**	**12.68**

For easier identification in the Mouza Map the New Plot No. P1 be assigned 793, and the remaining be Bata Plots of 793 which may include 793/1472 & 793/1473. The probable final Map correction under the provision of Rule 105 of Technical Rules is given beside.

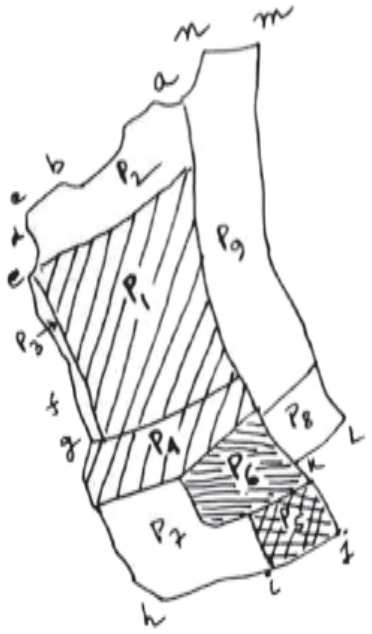

west bengal
land & land reforms
officers' association

পশ্চিমবঙ্গ
ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতি

(Registered under the Societies Registration Act, XXVI 1961)
Regd. Office : 238, MANICKTALA MAIN ROAD, FLAT NO. 10, KOLKATA-700 054
Central Office : 7/1, KALIBARI ROAD, DUM DUM, KOLKATA-700 030
Website : www.wbllroa.in

Ref : 26 **/ WBLLROA / 2024-25** Date : Kolkata, 1st January, 2025

To
The Land Reforms Commissioner
&
Additional Chief Secretary
L. & L.R. & R.R. & R. Department
West Bengal

Sub: Absorption of 347 S.R.O.-IIs in W.B.L.R.S. and publication of Cadre Schedule

Respected Sir,

Your authority gave us the opportunity to interact with you on 06.09.2024 and after such interaction we came out with a positive note.

As we step into 2025, we take this opportunity to express our gratitude for the Department's commendable initiative in issuing promotion orders for various posts in the W.B.L.R.S. and W.B.S.L.R.S. on the final day of 2024.

While this initiative is truly appreciated, we humbly submit that it could have been more impactful if the process had commenced a few months earlier. The delay has unfortunately resulted in certain eligible officers being unable to secure their well-deserved promotions due to pending SARs or Asset Declarations.

However the issues that took the central part of our discussion were:-

1) **Absorption of 347 S.R.O-IIs in W.B.L.R. Service**
2) **Publication of Cadre Schedule.**

We are confident that the Department under your leadership is not sitting tight over the matter in the months that have gone by but still we request you to take up the matter in an expedite way as will be possible. Due to non finalization the difficulties faced are as follows:-

A) Acute senior junior anomaly in functioning specially at the District level. For instance, officers of the same/junior batch are often posted as Deputy DL&LRO and SDL&LRO within the same or different districts, leading to situations where junior officers hold higher designations than their senior counterparts. This creates embarrassment and disrupts the functional hierarchy, as seniors

may need to address juniors in superior roles. Such discrepancies are evident across various ranks.

B) Because most of our functions are quasi-judicial in nature functioning of officials in non-designated posts may create problems.

C) Many officials though awarded promotions are continuing to function in the posts where they functioned prior to the promotion awarded to them.

D) The rules with regards to promotion to W.B.C.S.(Exe) and W.B.L.R.S. is required to be sorted out at the earliest ensuring not only career benefits for the officials in time but also ensuring healthy mindset amongst the officials because those willing to exit this Department must be let go at the earliest opportunity subject to eligibility.

E) The non filling of posts of W.B.L.R.S. at the higher level is creating administrative difficulty.

We request your kind authority to take up these issues yet again.

Thanking you.

Sincerely yours,

Sumit Mukherjee

(Sumit Mukherjee)
General Secretary
West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association
(Email id : wbllroa.80@gmail.com, Mobile : 8902296007)

In law man is guilty when he violates the rights of others. In ethics he is guilty if he only thinks of doing so.

– Immanuel Kant

---

west bengal
land & land reforms
officers' association

পশ্চিমবঙ্গ
ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতি

(Registered under the Societies Registration Act, XXVI 1961)
Regd. Office : 238, MANICKTALA MAIN ROAD, FLAT NO. 10, KOLKATA-700 054
Central Office : 7/1, KALIBARI ROAD, DUM DUM, KOLKATA-700 030
Website : www.wbllroa.in

Ref : 20 / WBLLROA / 2024-25

Date : Kolkata, 30th October, 2024

To
The Director of Land Records & Surveys
&
Joint Land Reforms Commissioner
West Bengal
Gopal Nagar Road, Alipore, Kolkata- 700 027

Sub: Memorandum with respect to the meeting to be held on 30.10.24

Respected Sir,

We had been waiting for a scope to submit before you certain issues pertaining to our cadre, i.e, the cadre of W.B.S.L.R.S. Gr-I / S.R.O.-II / W.B.L.R.S. We draw your attention on the following issues:-

To highlight the issues categorically:

1. Because the Department has taken no initiative to absorb the existing S.R.O.-IIs (347 posts) in W.B.L.R.S. and for faulty constitution of the service there is an acute senior junior anomaly happening at the ground level. While senior officials are posted as B.L&L.R.Os junior officers in comparison are posted in sub-division and district level offices. The junior officers who quite naturally lag in experience and expertise compared to seniors are not able to provide the guidance and support that is quintessential for B.L&L.R.Os.
2. The transfer of Revenue officers should follow a norm. The Department has a transfer policy for R.Os and S.R.O.-IIs dating back to 2003. Now since the transfer of S.R.O.-IIs are being controlled from the Department the authority can stick to the policy of 2003 or frame a new policy. Our submission is to maintain transparency in transfers and the same should be based on a policy which will be a written document. The Association submits that the moto behind transfer should be- "minimum hardship and equal distribution of hardship."

   The Association further submits that if conventionally the away and home policy is followed for posting of ROs as is even indicated in the transfer policy then there is no point in posting ROs further away from home after one tenure at away place is served. The Association also proposes to routine transfer calendar twice a year -December and June and make it batch-wise.

   For convenience of pension please ensure no officer should be posted away from home district post 58 years of his/her age.

   Spouse postings and posting preference on hardship grounds may be made by the authority on discretion and submission but principle of equal distribution of hardship should be maintained.

Received
30/10/24

In recent past, we observed that some erroneous transfer order have been passed due to lack of information regarding present posting details of ROs. We hope that the data regarding present posting details of ROs will kept better in future. We are also ready to spread our hand for any help for keeping up to date data of ROs.

3. In the past year some officers though having fair image have been tainted through transfers. Those who do not have pinch of color in their sleeves may please be brought back.
4. With the changing weather conditions and the increasing heat waves it is becoming very difficult for the officials to function properly. We request your authority to make provision for A.C at least for the office chamber of B.L&L.R.Os and S.D.L&L.R.Os. It is true that many B.L&L.R.Os have made such arrangement through Panchayat Samity's but this change is very necessary. Not more than 450 air condition machines will be required. Minimum facility to ensure the proper working environment in S.D.L.&L.R.O., B.L.&L.R.O. and similar ranked offices
   a) Drinking water and toilets (including separate toilet for lady officers and staffs)
   b) Proper seating arrangement for R.Os
   c) AC facility in the chamber of S.D.L.&L.R.O., B.L.&L.R.O. and similar ranked officers
   d) uninterrupted power supply and SWAN connection throughout the day to complete the desired work within office hour
   e) Sufficient total set (1 computer with e-Bhuchitra functioning, 1 finger ID scanner, 1 UPS, 1 Scanner and 1 Printer) for better output form the S.D.L.&L.R.O. and B.L.&L.R.O. offices
   f) CCTV arrangement for surveillance
5. The seating arrangement for officials in the DLRS is not always commensurate with their functioning and posts. No vehicles are there for pick up and drop from nearest railway stations for officers in the rank of deputy and joint directors. The same may be looked into.
6. Amit Raha, AD & TA, presently posted at the office of D.L&L.R.O Hooghly may be posted at the office of D.L.R & S. His posting may facilitate the work of DILRMP. He while posted in Coochbehar played a pivotal role in identification and transfer of Chitmahal lands.
7. In recent past several instances surfaced in Print media as well as through general public about correction of ROR where no audit trail has been found. In such cases records were restored back in it's earlier positions. But our concern is that this type of activities not only proves the loopholes of the eBhuchitra software but also endangering the security of the thousands of user Officers who are working sincerely and diligently through this software. Hence we request your good-self to ensure highest level of security in the software to ensure the security of the user Officers.
8. All LR plots should be digitized, and each plot's share should match a value of 10,000.
9. Miscellaneous.

Thanking you.

Sincerely yours,

Sumit Mukherjee

(Sumit Mukherjee)
General Secretary
West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association
(Email id : wbllroa.80@gmail.com, Mobile : 8902296007)

west bengal
land & land reforms
officers' association

পশ্চিমবঙ্গ
ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতি

(Registered under the Societies Registration Act, XXVI 1961)
Regd. Office : 238, MANICKTALA MAIN ROAD, FLAT NO. 10, KOLKATA-700 054
Central Office : 7/1, KALIBARI ROAD, DUM DUM, KOLKATA-700 030
Website : www.wbllroa.in

Ref : 34 **/ WBLLROA / 2024-25** Date : Kolkata, 16th April, 2025

To
The Land Reforms Commissioner
&
Additional Chief Secretary
L. & L.R. & R.R. & R. Department
West Bengal

Sub: Allowing 24/15 years MCAS'01 benefit of WBLRS Officers, who have joined in the W.B.S.L.R.S. Gr.-I in the year 2000, 2001, 2009 & 2010

Respected Sir,

At the outset we give you our heartfelt thanks for taking good initiative for allowing the benefit of MCAS'01 through the Finance Department in favour of those WBLRS Officers, who have joined in the WBSLRS Gr.-I in the year 1998, 1999, 2007 & 2008 by considering their past service.

Now we as association highlight the same issue of those WBLRS officers, who have joined in the WBSLRS Gr.-I in the year 2000, 2001, 2009 & 2010 are losing financial benefit for not getting the benefit of MCAS'01.

The present pay structure of an officer who have joined in WBSLRS Gr.-I in the year 2009 after being absorbed in the WBLRS are give below for reference :

Present Situation of WBLRS :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.12 with Basic Pay Rs. 59,000.00 (as SRO-II)
29-03-2023	Fitted at pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 3 with Basic Pay Rs. 59,500.00 (as Assistant Director, WBLRS)
01-07-2023	Fixed at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.4 with Basic Pay Rs. 61,300 (as Assistant Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.5 with Basic Pay Rs. 63,100 (as Assistant Director, WBLRS) with Normal Increment.

If MCAS'2001 benefit is allowed to WBLRS :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.12 with Basic Pay Rs. 59,00.00 (as SRO-II)
29-03-2023	Fitted at pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 3 with Basic Pay Rs. 59,500.00 (as Assistant Director, WBLRS)
01-07-2023	Fixed at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.4 with Basic Pay Rs. 61,300 (as Assistant Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.5 with Basic Pay Rs. 63,100 (as Assistant Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.6 with Basic Pay Rs. 65,000 (as Assistant Director, WBLRS) with MCAS'01 benefit.

If MCAS'2001 benefit is allowed as SRO-II :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.12 with Basic Pay Rs. 59,00.00 (as SRO-II)
01-07-2023	Fixed at pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.13 with Basic Pay Rs. 60,800 with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.14 with Basic Pay Rs. 62,600 with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 15(Pay Scale 42600-109800) in cell no.15 with Basic Pay Rs. 64,500 with MCAS'01 benefit (as due with their respective date of joining as WBSLRS Gr.-I).
01-07-2024	Fitted at pay level 16(Pay Scale 56100-144300) in cell no.6 with Basic Pay Rs. 65,000 with level change as MCAS'01 benefit.

The same picture as also applicable for those officers who have joined in the WBSLRS Gr.-I in the year 2010.That the officers of 2009 batch (in the pay level 15 under ROPA, 2019) was

absorbed and appointed in the rank of Assistant Director on 24-11-2023 in the West Bengal Land Reforms Service (WBLRS) in the Pay Level 16 under ROPA,2019 w.e.f. 29-03-2023 vide your good office Notification No. 3845-Estt./1M-01/2023-Apptt. Dated, Howrah, the 24th November, 2023. Accordingly their scale of pay has been fitted at higher scale vide Rule No.-7 of the West Bengal Land Reforms Service Rules,2023 **without allowing any additional increment**. From the above, it is very much clear that because of denial to provide MCAS'2001 benefit to an officer who is absorbed in WBLRS w.e.f 29-03-2023 vide your good office Memorandum No. 2759-Estt.LR-11011/25/2023-Estt. Sec Deptt. Dated Howrah, the 8th August,2023 that the officers of 2009 & 2010 batch are **in a significant financial loss.**

The present pay structure of an officer who have joined WBSLRS Gr.-I in the year 2001 after being absorbed in the WBLRS are give below for reference :

Present Situation of WBLRS :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 13 with Basic Pay Rs. 80,000.00 (as SRO-II)
29-03-2023	Fitted at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 7 with Basic Pay Rs. 80,300.00 (as Deputy Director, WBLRS)
01-07-2023	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 8 with Basic Pay Rs. 82,700 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 9 with Basic Pay Rs. 85,200 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2025	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 10 with Basic Pay Rs. 87,800 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.

If MCAS'2001 benefit is allowed to WBLRS :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 13 with Basic Pay Rs. 80,000.00 (as SRO-II)
29-03-2023	Fitted at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 7 with Basic Pay Rs. 80,300.00 (as Deputy Director, WBLRS)
01-07-2023	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 8 with Basic Pay Rs. 82,700 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2024	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no. 9 with Basic Pay Rs. 85,200 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2025	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no.10 with Basic Pay Rs. 87,800 (as Deputy Director, WBLRS) with Normal Increment.
01-07-2025	Fixed at pay level 17 (Pay Scale 67300-173200) in cell no.11 with Basic Pay Rs. 90,400 (as Deputy Director, WBLRS)) with MCAS'01 benefit(as due with their respective date of joining as WBSLRS Gr.-I).

If MCAS'2001 benefit is allowed as SRO-I after promoted from SRO-II :

Date	Pay Structure
28-03-2023	At pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 13 with Basic Pay Rs. 80,000.00 (as SRO-II)
01-07-2023	If promoted to SRO-I: Basic Pay will be Rs. 84,900 (One promotional increment + one normal increment) at pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 15 (Functional Promotion)
01-07-2024	Fixed at pay level 16 (Pay Scale 56100-144300) in cell no. 16 with Basic Pay Rs. 87,400 with Normal Increment.
01-07-2025	Pay level on that day after allowing MCAS'01 Basic Pay = One increment at Level 16 and fitment to Level 17 and one normal increment i.e, Rs. 87,400 –- 90,000 –-90,400 --- 93,100. (as due with their respective date of joining as WBSLRS Gr.-I).

The same picture as also applicable for those officers who have joined in the WBSLRS Gr.-I in the year 2000.That the officers of 2001 batch (in the pay level 15 under ROPA, 2019) was absorbed and appointed in the rank of Deputy Director on 24-11-2023 in the West Bengal Land Reforms Service (WBLRS) in the Pay Level 16 under ROPA,2019 w.e.f. 29-03-2023 vide your good office Notification No. 3844-Estt./1M-01/2023-Apptt. Dated, Howrah, the 24th November, 2023. Accordingly their scale of pay has been fitted at higher scale vide Rule No.-7 of the West Bengal Land Reforms Service Rules,2023 **without allowing any additional increment**. From the above, it is very much clear that because of denial to provide MCAS'2001 benefit to an officer who is absorbed in WBLRS w.e.f 29-03-2023 vide your good office Memorandum No. 2759-Estt.LR-11011/25/2023-Estt. Sec Deptt. Dated Howrah, the 8th August,2023 that the officers of 2000 & 2001 batch are **in a significant financial loss (by losing two increment).**

During such **"absorption"** procedure **no option** was taken and/ or exercised from the entitled Officers like me as the eligible SRO-II as per seniority of gradation list was **"inducted"** in ' West Bengal Land Reforms Service' vide point no 3 of Notification No. 1201-Estt/1E-02/2020-Apptt Dated, Howrah, the 29th March 2023.

After constitution of WBLRS, some officials were **"re-designated"** with the term 'Assistant Director' and their Pay was fixed vide point no 7 of the Notification No. Notification No. 1200-Estt/1E-02/2020-Apptt Dated, Howrah, the 29th March 2023.

That vide your good office Memorandum No. 2759-Estt.LR-11011/25/2023-Estt. Sec Deptt. Dated Howrah, the 8th August,2023 it is mentioned there in Sl. No.-2 that in terms of the observation made at N.B. below Para 3(a)(ii) of Finance Department's Memo No.-6042-F(P2) Dated,7th November,2019, the period of 8/16/25(modified as 15 years & 24 years as per vide Memorandum No. 5100-F(P1)/FA/O/2M/46/23(N.B) Dated,Howrah,the 31st August, 2023 of Audit Branch, Finance Department, Government of West Bengal) years need be counted afresh from the date of their **absorption/entry** in the WBLRS for the purpose of MCAS.
But the actual observation is at N.B. below Para 3(a)(ii) of Finance Department's Memo No.-6042-F(P2) Dated,7th November,2019, in the case of State Constituted Service other than WBSS, the period 8 years, 16 years and 25 years (modified as 15 years & 24 years as vide Memorandum No. 5100-F(P1)/FA/O/2M/46/23(N.B) Dated,Howrah,the 31st August, 2023 of Audit Branch, Finance Department, Government of West Bengal)of service in respect of a member shall count from the date of joining such State Constituted Service either **by direct**

recruitment or by promotion irrespective of the fact that such promote member has got any promotion or movement through CAS/MCAS in his feeder service. That means that the instant memorandum no. is silent regarding the word used as **'Absorption'**.

However, the concept of "**Promotion**" was emphasized in the Notification No. 406/1E-02/2020-Apptt dtd. 11.02.2021 of LRC & Principal Secretary to the Govt. of West Bengal (please see point nos. ii & iii) to minimize the complicacy.
Due to Rule 10 of WBLRS Rule, 2023 (notified on 29/03/2023), for first 3 years i.e. up to 29/03/2026, the officers who were and who will be absorbed in WBLRS did not get and will not get any financial benefit in the form of increment except pay fixation benefit i.e. the affected batches are 1998,1999,2000,2001,2007,2008,2009 & 2010. But it was compensated for the officers of batches of 1998, 1999, 2007 & 2008 by allowing MCAS'01 benefit vide Memorandum No.- I/ 586227 / 2024 Dated : 17/12/2024 of L&LR&RR&R Department.

This absorption in the WBLRS may not be treated as either functional or non-functional promotion to the 2nd / 3rd higher pay level since no incremental benefit has been accorded due to such absorption.

When a Govt. employee has got benefit of only one promotion or advancement to a scale similar to the second higher scale before sixteen years of service, he will not get any further advancement under the scheme of MCAS'01 on completion of sixteen (modified as 15 years & 24 years as per vide Memorandum No. 5100-F(P1) /FA /O/ 2M /46/23(N.B) Dated, Howrah, the 31st August, 2023 of Audit Branch, Finance Department) years of service, but he will be eligible for fixation benefit u/r. 42A (1) of WBSR, Pt. I on completion of sixteen years of service. He will get advancement to the third higher scale with reference to the feeder post on completion of total service of 25 years without any further promotion/appointment to higher scale of pay.

When a Govt. employee has got benefit of only one promotion or advancement to a scale similar to or above the third higher scale before twenty five years of service will not get any further advancement under the scheme of MCAS'01 except fixation benefit u/r. 42 (1) of WBSR. Pt. I on completion of 25 (modified as 15 years & 24 years as per vide Memorandum No. 5100-F(P1)/FA/O/2M/46/23(N.B) Dated, Howrah, the 31st August, 2023 of Audit Branch, Finance Department) years of service. If the promotion or advancement to higher scale mentioned in this clause takes place before 16 years of service, he will get two fixation benefits the first on completion of 16 years and the second on completion of 25 years total service.

Thus due to absorption many officials have suffered loss in pay because of non-grant of MCAS'01 benefit on one hand and non-application of Rule 11 of WBS(ROPA)Rules 2019 on the other. The Association urges that such cases be taken up individually and dealt on case to case basis to minimize the curtailment of existing benefits of those officers.

Thanking you.

Sincerely yours,

Sumit Mukherjee

(Sumit Mukherjee)
General Secretary
West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association
(Email id : wbllroa.80@gmail.com, Mobile : 8902296007)

The thinker dies, but his thoughts are beyond the reach of destruction. Men are mortal; but ideas are immortal.

– Richard Adams

---

west bengal
land & land reforms
officers' association

পশ্চিমবঙ্গ
ভূমি ও ভূমি সংস্কার
আধিকারিক সমিতি

(Registered under the Societies Registration Act, XXVI 1961)
Regd. Office : 238, MANICKTALA MAIN ROAD, FLAT NO. 10, KOLKATA-700 054
Central Office : 7/1, KALIBARI ROAD, DUM DUM, KOLKATA-700 030
Website : www.wbllroa.in

Ref : 30 **/ WBLLROA / 2024-25** Date : Kolkata, 17th March, 2025

To
The Land Reforms Commissioner
&
Additional Chief Secretary
L. & L.R. & R.R. & R. Department
West Bengal

Sub: Pending issues of departmental officers

Respected Sir,

It's been long that we have had the scope to present the issues that resonate through the various grades of departmental officers; we have learnt from sources that certain issues have been moving but as such on the broader spectrum, lot of things remain unresolved.

We submit the various issues chronologically.

1) The issue of practical evolution of W.B.L.R.S.: During the last occasion, we submitted, to our best that the W.B.L.R.S. shall not be feasibly implemented until and unless the entire S.R.O.-II cadre is absorbed in W.B.L.R.S. and Revenue Officers (W.B.S.L.R.S., Gr-I) be the direct feeder to the State Service. Connected with this remains the factum of evolving a cadre schedule of the sanctioned strength. Though we come to know from hearsay sources that Dept. has formulated a proposal but nothing fruitful has happened. On the contrary, what we are observing in the field level is the fact that different districts are short of Senior Officers in the headquarter level while officers even of the rank of Dy. Directors are working as B.L.&L.R.O. Probably Department, also, having comprehended the loss of equilibrium, is now posting S.R.O.-IIs as B.L.&L.R.O.s. This practice is again totally against the very concept of constitution of W.B.L.R.S. for the strength as finalized till now comprises the strength of B.L.&L.R.O.s and that is quite logical too for the formulation prescribing 20% direct recruitment, if cannot even assure that the direct officers, when they join, shall start as, at least, B.L.&L.R.O., then such officers can hardly provide any leadership to the cadre below them.

   Hence, the issue of streamlining of W.B.L.R.S. and its feeder is largely unresolved.

2) Promotion of S.R.O.-II to W.B.C.S.(Exe): Again, while the parallel feeder of Jt. B.D.O.s have been promoted, the willing S.R.O.-IIs have still not been promoted, this is a regular ordeal and

in fact, the cumulative vacancy, itself, is indicator of the lackadaisical approach of Govt. in this respect. We, urge that the promotion be ensured at the earliest coordinating with the other stake-holders, i.e, Home (P&AR) Dept., PSC, etc.

3) The issue of pending posting of the various grades of officers who have been promoted to S.R.O.-II, A.D., D.D., J.D., etc. vis-a-vis transfer of the present serving officers at and in the positions for long and at distant places. This issue of policy based transfer-posting is pending since long and despite our several reminders with the list of officers describing their stay/condition, etc., organized posting order has not been effected yet while what we are observing is piecemeal order(s).Transfer-Posting being a very sensitive issue, officers who are serving distant places for long or serving below their dignity feel extremely de-motivated and that translates in their activity.

In this respect, we urge that policy based transfer -posting order be issued at the earliest.

Thanking you.

Sincerely yours,

Sumit Mukherjee

(Sumit Mukherjee)
General Secretary
West Bengal Land & Land Reforms Officers' Association
(Email id : wbllroa.80@gmail.com, Mobile : 8902296007)

সকল সদস্যদের কাছ থেকে ভূমিবার্তায়
প্রকাশযোগ্য প্রাসঙ্গিক রচনা
আহ্বান করা হচ্ছে

RDWAN
TABLE – A
DARJEELING
KALIMPONG

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতি
রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা- ২০২৫

BHUMIBARTA
Fourty Fourth Year, 1st - 4th Issue

Editor : Amit Sankar Das Mazumder
Co-editor : Tapasi Chatterjee

D.L. 68/83 dt. 7.8.83
Bi-monthly, Bengali

পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সমিতির পক্ষে সুমিত মুখার্জী কর্তৃক ২৩৮ মানিকতলা মেইন রোড, ফ্ল্যাট-১০, কলকাতা-৫৪ থেকে প্রকাশিত এবং অমিত শঙ্কর দাস মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত; টেকনো প্রিন্ট, কোলকাতা-৪৬ থেকে মুদ্রিত